প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৭ ১৭ - ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

"যেন তুমি তোমার পুত্র ও পৌত্রদের কাছে বলতে পারো"
(যাত্রাপুস্ত ১০:২)

জীবন হয়ে উঠে ইতিহাস

ঈদ মোবারক

বিদায়ের প্রথম বছর

প্রয়াত মার্টিনা মিলন গমেজ
জন্ম : ২৬ মার্চ, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

"সইতে পারি না প্রিয়া
দূরে সরে থাকা
কি রূপ কথার কথা
বিরূপ কাঁটার জ্বালা
তবুও বুকে রয়
মানি সে অবহেলা নয়।"

১৩ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ গত বছর এ ধরাধামের মায়া ত্যাগ করে খুঁজে নিলে পরপারের আপন গন্তব্য, রেখে গেলে কিছু স্মৃতি অন্তরালে। দীর্ঘ পাঁচ বছর দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়ে, নিয়তির কাছে মেনে নিলে হার অবশেষে। রেখে যাওয়া সদ্য প্রস্ফুটিত ক'টি গোলাপ এ ধরিত্রীর কাননে।

শোকার্ত চিত্তে তোমারই –
বড় মেয়ে : ষ্টেলা রীমা গমেজ
ছোট মেয়ে : রোজলিন মৌরিন গমেজ,
মেয়ে জামাই : রনার্ড রোজারিও
নাতী : এরোন রোজারিও
ছেলে : রিক রোমিও গমেজ
স্বামী : রঞ্জিত আন্তনী গমেজ

স্থায়ী ঠিকানা : ঢালী বাড়ি, পুরাতন বান্দুরা, গোল্লা মিশন, ঢাকা।
বর্তমান ঠিকানা : ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট।

বিজ্ঞ/৯১/২০

পাওয়া যাচ্ছে ! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির নতুন রকমের আকর্ষনীয় বিশাল সম্ভার।

* রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি
* পানপাত্র
* আকর্ষনীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
* এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই

আপনাদের পরিবারে খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

তাহলে আর দেরী কেন আজই চলে আসুন আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১৮
■■■■■ ১৭ - ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ৩ - ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সমন্বিত যোগাযোগ স্থাপিত হোক

এ বছর **বিশ্ব যোগাযোগ দিবস, পবিত্র ঈদ-উল ফিতর** ও **'লাউদাতো সি'** সপ্তাহ - এ তিনটি ঘটনা কাছাকাছি সময়ে সংগঠিত হবে। তিনটি ঘটনা আমাদেরকে বিশ্ববাসী, ধর্ম ও প্রকৃতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্বের দিন বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন করা হয়। এ বছর ২৪ মে তা পালিত হবে। মানব জীবনে যোগাযোগের গুরুত্বকে অনুধাবন করে এবং এর মধ্য দিয়ে মানব জীবনের উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে এ দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল তা শুরু করেন। বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে পোপ মহোদয় তার বাণীর মধ্য দিয়ে যোগাযোগকারীদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করেন। মানুষের যোগাযোগের সীমানা শুধুমাত্র মানুষ ও প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উপায়ে তার সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সাথেও যোগাযোগ করতে হয়। মানুষ ও ঈশ্বর এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক আনয়ন করা-ই বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। ৫৪তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে 'গল্প বলা'র উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। তবে সেসব গল্প শুধু কাল্পনিক ও আদর্শিক কিছু নয়। তা জীবনের গল্প। যার মধ্যে সত্য নিহিত এবং যেগুলোর মধ্যে আমরা নিজেদের শিকড় ও শক্তি আবিস্কার করতে পারি। তবে অনেক গল্প আছে যা আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়, আমাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জাগায় যে সুখী হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অর্জন করতে, অধিকার করতে ও ভোগ করতে হবে। আমরা এমনকি হয়তো উপলব্ধিও করতে পারি না যে, প্যাচাল আর গুজবের প্রতি আমরা কত লোভী হয়ে উঠেছি, আর কত বেশী হিংস্রতা আর মিথ্যাচার আমরা গ্রহণ করছি। প্রায়শই যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা তেমন গঠনমূলক গল্প খুঁজে পাই না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন যেন আমরা সুন্দর, সত্য ও উত্তম গল্পগুলোকে স্বাগতম জানাতে ও সৃষ্টি করতে পারি। মিথ্যা ও মন্দ গল্পগুলোকে পরিত্যাগ করার সাহস আমাদের থাকতে হবে। আর তাতেই জীবন হয়ে ওঠবে ইতিহাস।

২৫/২৬ মে পালন করবো ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল ফিতর। তবে এ আনন্দময় উৎসবের পদার্পণের আগে পাড়ি দিতে হয় ত্যাগ-তিতিক্ষার ও সিয়াম সাধনার একটি মাস। মাসব্যাপী ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীগণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে নিজেদের পরিচালিত করেন ; পাপ-পংকিলতা, অসত্য ও অন্যায়-অন্যায্যতাকে জয় ক'রে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথে জীবন যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। করোনাভাইরাসের কারণে রমজান মাসে মুসলিম ভাইবোনেরা ত্যাগী-সংযমী-দয়ালু-সহানুভূতিশীল ও জীবন সচেতন হবার আরো বেশি সুযোগ পেয়েছেন। বাহ্যিক আনন্দে একাত্ম হবার সুযোগ না থাকলেও আত্মায় আনন্দিত ও একাত্ম হবার একটি সুযোগ এসেছে এ বছর ঈদ-উল-ফিতরে।

১৬-২৪ মে পালিত হচ্ছে 'লাউদাতো সি বা তোমার প্রশংসা হোক' সপ্তাহ। তা পালনের লক্ষ্য হলো সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা দান করা। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রায় সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি; কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা প্রকৃতির ক্ষতি সাধন করছি, এমনকি কখনো কখনো নির্দ্বিধায় ধ্বংসও করছি। কিন্তু পরিবেশ/প্রকৃতি দূষণের অধিকার আমাদের কারো নেই। ধরিত্রী মাতাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমাদেও সবার। যে যার অবস্থানে থেকে আমরা প্রকৃতিকে যত্ন নিব এবং নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ যুগাবো।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট এই মানব জাতির মধ্যে ভালবাসা, সমর্থন, সহযোগিতা, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-সম্প্রীতি গড়ে উঠুক। বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীবর্গ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আরো দৃঢ় হোক।

"আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।" *(যোহন ১৫:১২-১৩)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ - ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৭ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ৮: ৫-৮, ১৪-১৭, সাম ৬৬: ১-৭, ১৬, ২০
১ পিতর ৩: ১৫-১৮, যোহন ১৪: ১৫-২১

১৮ মে, সোমবার
সাধু ১ম যোহন, পোপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
সাধু বার্থলমেয় কাপিতানিও ও ভিসেন্সা জেরোসা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্যচরিত ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬, ৯, যোহন ১৫: ২৫-১৬: ৪

১৯ মে, মঙ্গলবার
শিষ্যচরিত ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭-৮
যোহন ১৬: ৫-১১

২০ মে, বুধবার
সিয়েনার সাধু বার্ণার্ডিন, যাজক, স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ১৭: ১৫, ২২-১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪
যোহন ১৬: ১২-১৫

২১ মে, বৃহস্পতিবার
সাধু খ্রিষ্টফার ম্যাজেলানস, যাজক ও সঙ্গীগণ
শিষ্যচরিত ১৮: ১-৮, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০

২২ মে, শুক্রবার
কাস্‌সিয়ার সাধ্বী রীতা, সন্ন্যাসব্রতী, স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৭: ১-৬, যোহন ১৬: ২০-২৩

২৩ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৭: ১-২, ৭-৯, যোহন ১৬: ২৩-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ মে, রবিবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফা. টমাস জিমারম্যান, সিএসসি (ঢাকা)

১৮ মে, সোমবার
+ ১৯৮৩ সি. এম. শার্লিটা এনরাইট, সিএসসি

১৯ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ফা. ওয়াল্টার মার্কস, সিএসসি (ঢাকা)

২০ মে, বুধবার
+ ১৯৭৯ সি. গাব্রিয়েল ফে"ডেরিক্স, সিএসসি
+ ২০০৪ ফা. লরেঞ্জো ফন্টিনি, এসএক্স (খুলনা)

২১ মে, ব"হস্পতিবার
+ ১৯৬৯ ফা. স্টিফেন ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. জেমস এডওয়ার্ড গ্রেটম্যান, সিএসসি

২২ মে, শুক্রবার
+ ১৯৯৪ সি. ইম্মাকুলেটা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ মে, শনিবার
+ ১৯৭৯ সি. এম. কলম্বা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

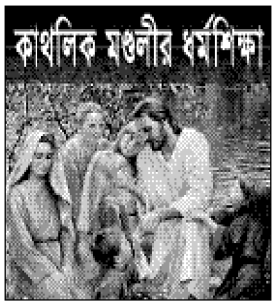

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

পুণ্য প্রতিমূর্তিসমূহ

১১৫৯ পুণ্য প্রতিমূর্তি, ঔপাসনিক প্রতিকৃতি প্রধানতঃ খ্রিস্টকেই প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশ করে। অদৃশ্য, ধারণাতীত ঈশ্বরকে প্রতিমূর্তিতে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরপুত্রের দেহধারণের গুণে, প্রতিমূর্তির এক নতুন "ব্যবস্থাপনা" সূচনা হয়েছে।

১১৬০ পবিত্র শাস্ত্র, কথার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করে, খ্রিস্টীয় চিত্রকলা মঙ্গলসমাচারের বার্তাকে প্রতিমূর্তির মাধ্যমে চিত্রায়িত করে। প্রতিমূর্তি এবং বাণী একে অন্যকে আলোকিত করে।

১১৬১ উপাসনা-অনুষ্ঠানের সমস্ত চিহ্নই খ্রিস্ট-সম্পর্কিত। এই কথা ঈশ্বর-জননী মারীয়া, এবং সাধু-সাধ্বীদের পুণ্য প্রতিকৃতির বেলাও প্রযোজ্য। তাঁদের প্রতিকৃতি খ্রিস্টেরই প্রতীকচিহ্ন যিনি তাঁদের মধ্যে গৌরবান্বিত হন। তাঁরা প্রকাশ করেন সেই "বহুসংখ্যক সাক্ষীর বেষ্টনী" যাঁরা বিশ্বের পরিত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং যাদের সঙ্গে আমরা প্রধানতঃ সংস্কারীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সংযুক্ত। তাঁদের প্রতিমূর্তির মাধ্যমে "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে" সৃষ্ট মানুষ সর্বশেষে "তাঁরই প্রতিমূর্তিতে" রূপান্তরিত হয়, যিনি আমাদের ধর্মবিশ্বাসে প্রকাশিত। স্বর্গদূতগণও তদ্রূপ: তাঁরাও খ্রিস্টে সংগৃহীত।

১১৬২ "সবুজ প্রান্তর যেমন চোখ জুড়িয়ে দেয় এবং অন্তরে জাগিয়ে তোলে ঐশমহিমার স্পন্দন, তেমনি প্রতিকৃতিগুলোর মাধুর্য আমাকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করে।" একইভাবে, পুণ্য প্রতিকৃতির ধ্যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের পরমবাণীর মনন, এবং ঔপাসনিক গীতি, উপাসনা অনুষ্ঠানে চিহ্নসমূহের ঐক্যতানে প্রবেশ করে, যেন উদ্‌যাপিত রহস্য অন্তরে স্মৃতিতে অঙ্কিত হয় এবং ভক্তদের নবজীবনে তা পরিব্যক্ত হয়।

আনুষ্ঠানিক উপাসনার কালসমূহ

১১৬৩ "মাতামণ্ডলী বিশ্বাস করে যে, বছরের কতগুলো নির্দিষ্ট দিনে ত্রাণকর্তা খ্রিস্টের পরিত্রাণ-কার্যের স্মরণোৎসব পালন করা তার কর্তব্য। সপ্তাহে একদিন, যে দিনটিকে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রভুর দিন বলে আখ্যায়িত করেছে, সেই দিনে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণোৎসব পালন করে থাকে। প্রভুর পুণ্যময় যাতনাভোগের স্মরণসহ এই মহা আড়ম্বরপূর্ণ পর্বটি খ্রিস্টমণ্ডলী বছরে একবার পুনরুত্থান-রবিবারে পালন করে। উপরন্তু, সারা বছর ধরে খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিস্টের গোটা পরিত্রাণ-রহস্য উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। এইভাবে মুক্তির রহস্যগুলো স্মরণ ক'রে খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টভক্তদের কাছে প্রভুর শক্তি ও গুণাবলীর ঐশ্বর্য প্রকাশ করে, যাতে কোন-না কোনভাবে এগুলো প্রত্যেক যুগে উপস্থিত করা যায় এবং খ্রিস্টভক্তগণ যেন এগুলো লাভ ক'রে ত্রাণদায়ী অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

১১৬৪ মোশীর বিধানের সময় থেকে ঐশজনগণ নিস্তার-পর্ব থেকে শুরু ক'রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পর্বোৎসব পালন ক'রে এসেছে, যাতে ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজগুলো স্মরণ করা হয়, এ সব দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া হয়, এগুলোর স্মরণোৎসব যাতে স্থায়ী করা হয়, এবং নতুন প্রজন্মের মানুষের কাছে শিক্ষা দেয়া হয়, যেন তারা এ সব পর্বের সাথে তাদের আচার-আচরণ মিলিয়ে নিতে পারে। মাণ্ডলিক যুগে, অর্থাৎ একবার ঘটে-যাওয়া নিস্তরণ থেকে শুরু ক'রে ঐশরাজ্যে তার পরিপূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে উদ্‌যাপিত আনুষ্ঠানিক উপাসনা খ্রিস্ট-রহস্যের নবীনত্বের ছাপ বহন করে।

৫৪তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"যেন তুমি তোমার পুত্র ও পৌত্রদের কাছে বলতে পার" *(যাত্রাপুস্তক ১০:২)*

জীবন হয়ে উঠে ইতিহাস

আমি এই বছরের যোগাযোগ দিবসের বাণীটি 'গল্প বলা'র বিষয়ের উপর নিবেদন করতে চাই, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যেন আমাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে না ফেলি সেজন্য উত্তম সব গল্পে বিদ্যমান সত্যকে আমাদের নিজের করে নেয়া প্রয়োজন। সেই সব গল্প যা গড়ে তোলে, ভেঙ্গে ফেলে না; সেই সব গল্প যা আমাদের শিকড় ও শক্তিকে পুনঃআবিষ্কার করতে সাহায্য করে, যা একত্রে সামনে অগ্রসর হবার জন্য প্রয়োজন। আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা শ্রুতিকটু সব কণ্ঠ ও বার্তার মাঝে, আমাদের একটি মানবিক গল্প প্রয়োজন যা আমাদের বিষয়ে ও আমাদের চারপাশের সৌন্দর্যের বিষয়ে বলতে পারে। এমন এক কাহিনী যা আমাদের জগত ও এর ঘটনাপ্রবাহকে এক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে গণ্য করে। এমন এক কাহিনী যা আমাদের বলতে পারে যে আমরা একটি প্রাণময় ও পরস্পরযুক্ত চিত্রকর্মের অংশ। এমন এক কাহিনী যা এমন সুতার বুনন প্রকাশ করতে পারে যা আমাদেরকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে।

১। গল্প বুনন

মানুষ হলো গল্পকার। ছোটবেলা থেকেই আমরা গল্পের ক্ষুধা অনুভব করি ঠিক যেমনটি আমরা খাদ্যের জন্য ক্ষুধা অনুভব করি। গল্প আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, তা রূপকথার কাহিনী, উপন্যাস, ছায়াছবি, গান, খবর যে প্রকারেরই হোক, এমনকি যদি আমরা সর্বদা তা বুঝতে না পারি তবুও। আমরা যে চরিত্র ও গল্পগুলো আমাদের নিজের করে নিয়েছি তার উপর ভিত্তি করেই আমরা প্রায়শঃ নির্ধারণ করি কি সঠিক আর কি ভুল। গল্পগুলো আমাদের জীবনে রেখাপাত করে যায়; সেগুলো আমাদের প্রত্যয় ও আচরণ গঠন করে। আমরা কারা তা বুঝতে ও জানাতে গল্পগুলো আমাদের সাহায্য করে।

আমরাই শুধুমাত্র সেই প্রাণীসত্তা নই যাদের ভঙ্গ অবস্থা ঢাকার জন্য পোষাকের প্রয়োজন হয় *(দ্রঃ আদি ৩:২১)*; আবার আমরাই শুধুমাত্র সেই প্রাণীসত্তা যাদের জীবন রক্ষা করার জন্য গল্পের দ্বারা 'আবৃত' করা প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র কাপড়ই বুনি না, কিন্তু সেইসাথে গল্পও বুনি: বাস্তবিক, মানুষের 'বুনন' (ল্যাটিন texere) ক্ষমতা শুধুমাত্র আমাদের কাপড় (textile) শব্দটাই দেয় না বরং কথন (text) শব্দটিও দান করে। বিভিন্ন যুগের গল্পের সবগুলোতেই রয়েছে এক অভিন্ন 'তাঁত': সেগুলোর বর্ণনার সুতায় জড়িয়ে আছে 'নায়কগণ', যার মধ্যে নিত্যদিনের নায়কেরাও আছেন, যারা একটি স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন এবং মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এমন এক শক্তি দ্বারা চালিত হন যা তাদেরকে সাহসী করে তোলে, আর সেই শক্তি হলো ভালবাসার শক্তি। গল্পের মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে আমরা জীবনের চ্যালেঞ্জসমূহ বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করার অর্থ খুঁজে পেতে পারি।

আমরা মানুষেরা গল্পকার কারণ আমরা অবিরাম বৃদ্ধির এক প্রক্রিয়ায় যুক্ত, আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করছি এবং আমাদের জীবনের দিকগুলোর আলপনায় আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি। তথাপি, ঠিক সেই আদিকাল থেকেই আমাদের গল্প হুমকির মুখে পড়েছে: মন্দতা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এর পথ করে নেয়।

২। সব গল্পই উত্তম গল্প নয়

"যখন তোমরা এই ফল খাবে... তোমরা পরমেশ্বরের মতো হয়ে যাবে" *(দ্রঃ আদিপুস্তক ৩:৪)*: সাপের সেই প্রলোভন ইতিহাসের মূল কাঠামোতে এমন এক জট বাঁধায় যা খোলা মুসকিল। "যদি তোমার অধিকারে থাকে, তুমি হয়ে উঠবে, তুমি অর্জন করবে.."। এই বার্তাটা এখনও সেই সব মানুষ ফিসফিস করে যারা গল্প বলাকে শোষণমূলক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়। এমন কতো গল্প আছে যা আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়, আমাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জাগায় যে সুখী হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অর্জন করতে, অধিকার করতে ও ভোগ করতে হবে। আমরা এমনকি হয়তো উপলব্ধিও করতে পারি না যে, প্যাচাল আর গুজবের প্রতি আমরা কত লোভী হয়ে উঠেছি, আর কত বেশী হিংস্রতা আর মিথ্যাচার আমরা গ্রহণ করছি। প্রায়শই যোগাযোগ মাধ্যমের মঞ্চে আমরা তেমন গঠনমূলক গল্প খুঁজে পাই না যা বন্ধন ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে জোরালো করতে কাজে আসে; এর পরিবর্তে আমরা সেই সব ধ্বংসাত্মক ও প্ররোচনামূলক গল্প খুঁজে পাই যা সমাজ হিসেবে আমাদেরকে একত্রে বেঁধে রাখার ঝুঁকিপূর্ণ সুতা দূর্বল করে দেয় আর ছিঁড়ে ফেলে। ছোট ছোট যাচাইহীন তথ্য জোড়া লাগিয়ে, তুচ্ছ ও ছলনাপূর্ণভাবে প্ররোচনাময় যুক্তি পুনরাবৃত্তি করে, কর্কশ ও ঘৃণাপূর্ণ বার্তা পাঠিয়ে আমরা মানব ইতিহাস বুনতে সাহায্য করি না, বরং এর পরিবর্তে অন্যদের কাছ থেকে তাদের মর্যাদা হনন করি।

কিন্তু শোষণমূলক ব্যবহার ও ক্ষমতার জন্য প্রয়োগ করা গল্পের আয়ুষ্কাল খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্যদিকে উত্তম গল্প স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে। বহু শতাব্দী পরেও এটা সময়োপযোগী থাকে, কেননা তা জীবনকে পরিপুষ্ট করে।

বর্তমানের এমন এক সময়কাল যখন মিথ্যাচার ক্রমবর্ধমানভাবে কৃত্রিমতা লাভ করছে, আর চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে (বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভিডিওতে অবিকল নকল কণ্ঠ ও ভাষ্য যেভাবে দেয়া হয়), এমতাবস্থায় আমদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন যেন আমরা সুন্দর, সত্য ও উত্তম গল্পগুলোকে স্বাগতম জানাতে ও সৃষ্টি করতে পারি। মিথ্যা ও মন্দ গল্পগুলোকে পরিত্যাগ করার সাহস আমাদের থাকতে হবে। বর্তমান

সময়ের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যোগসূত্র না হারাতে যে গল্পগুলো আমাদেরকে সাহায্য করে সেগুলোকে পুনঃআবিষ্কার করার জন্য আমাদের ধৈর্য ও বিচক্ষণতা থাকতে হবে। আমাদের সেইসব গল্প প্রয়োজন যা প্রকাশ করে আমরা সত্যিকারভাবে কে, এবং প্রতিদিনকার জীবনে না বলা বীরত্বের মধ্যেও যা প্রকাশ করে।

৩। সব গল্পের সেরা গল্প

পবিত্র শাস্ত্র হলো একটি সেরা গল্প। এই শাস্ত্র কত কত ঘটনা, জনগণ ও ব্যক্তিবর্গকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে! এই শাস্ত্র সেই সূচনাকাল থেকেই আমাদের কাছে এমন এক ঈশ্বরকে তুলে ধরে যিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা ও বর্ণনাকারী। বাস্তবিক, ঈশ্বর কথা বলেন এবং সেগুলো অস্তিত্ব লাভ করে *(দ্রঃ আদিপুস্তক ১)*। একজন বর্ণনাকারীরূপে ঈশ্বর সেসবকিছুকে ডেকে প্রাণ দান করেন, যার শেষ হয় নর ও নারী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে; যারা হলেন তাঁর স্বাধীন সংলাপ-সঙ্গী, যারা তাঁর পাশাপাশি ইতিহাস তৈরী করেন। একটি সামসঙ্গীতে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে বলে: "তুমিই গঠন করেছ আমার অন্ত্ররাজি, তুমিই আমায় বুনে বুনে গড়েছ আমার মাতৃগর্ভে। আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে ভয়ঙ্করভাবেই আমাকে করেছ অপরূপ...আমি যখন গোপনে হচ্ছিলাম সংগঠিত, পৃথিবীর গভীরে যখন হচ্ছিল এ দেহের বয়ন" *(১৩৯: ১৩-১৫)*। আমরা পূর্ণাঙ্গ হয়ে জন্ম নেই না, কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত 'বুনে নিতে' হয়, 'একত্রে সেলাই করতে হয়'। আমাদের জীবনটা আমাদের কাছে একটা আমন্ত্রণ হিসেবে দেয়া হয়েছে যেন, আমরা যে 'অপূর্ব' রহস্য তা যেন আমরা বুনে যেতে থাকি।

এভাবে বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মহা ভালবাসার গল্প। এর কেন্দ্রে দন্ডায়মান আছেন যিশু যার নিজের গল্প আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা এবং ঈশ্বরের জন্য আমাদের ভালবাসা উভয়ের পূর্ণতা নিয়ে আসে। অতঃপর, প্রতিটি প্রজন্মে, নর নারীরা আহূত হয়েছে সকল গল্পের সেরা এই গল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণনা করতে ও স্মৃতি ধারন করতে, সেই অধ্যায়গুলো যা সর্বোত্তমরূপে এর অর্থ প্রদান করে।

এই বছরের বাণীর শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে যাত্রাপুস্তক গ্রন্থ থেকে, যা হলো বাইবেলের একটি মৌলিক গল্প যেখানে ঈশ্বর তাঁর জনগণের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করেন। যখন দাসত্বে আবদ্ধ ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাঁকে চিৎকার করে ডাকে, তখন ঈশ্বর শুনেন ও স্মরণ করেন: "আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা স্মরণ করলেন। পরমেশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের দিকে তাকালেন; পরমেশ্বর এই ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন" *(যাত্রাপুস্তক ২:২৪-২৫)*। ঈশ্বরের এই স্মরণ এক ধারাবাহিক নিদর্শনকর্ম ও আশ্চর্যকাজের মধ্য দিয়ে নির্যাতন থেকে মুক্তি নিয়ে আসে। এরপর ঈশ্বর মোশীর কাছে এই সব নিদর্শনকর্মের অর্থ প্রকাশ করেন: "তাদের মাঝে আমার যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা যেন তুমি তোমার পুত্র ও পৌত্রের কাছে বর্ণনা করতে পার, ফলত তোমরা যেন জানতে পার যে, আমিই প্রভু " *(যাত্রাপুস্তত ১০:২)*। যাত্রাপুস্তকের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হস্তান্তর করা হয় মূলতঃ ঈশ্বর কিভাবে নিজের উপস্থিতি ঘটিয়ে যান সেই গল্প বলার মধ্য দিয়ে। জীবনের ঈশ্বর জীবনের গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

যিশু বিমূর্ত ধারনা নিয়ে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলেননি, তিনি কথা বলেছেন উপমার মধ্য দিয়ে, প্রতিদিনকার জীবন থেকে নেয়া ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ে জীবন হয়ে উঠে গল্প আর তারপর, শ্রোতার জন্য সেই গল্প হয়ে উঠে জীবন: যারা সেই গল্প শোনে তাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়, আর এটা তাদেরকে পরিবর্তন করে।

মঙ্গলসমাচারগুলোও হলো গল্প, আর সেটা আকস্মিকভাবে নয়। সেই গল্পগুলো যিশুর বিষয়ে বললেও, সেগুলো আসলে "ভূমিকা পালনকারী"; সেগুলো আমাদেরকে যিশুর সঙ্গে অনুরূপ করে। মঙ্গলসমাচার পাঠকের কাছে একই বিশ্বাসের সহভাগিতা যাচঞা করে যেন একই জীবনের সহভাগী হওয়া যায়। যোহনের মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে বলে যে সেই প্রকৃত গল্পকার -ঐশবাণী- নিজেই গল্পে পরিণত হন: সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তাঁকে তিনিই প্রকাশ করেছেন" *(যোহন ১: ১৮)*। মূল ক্রিয়াপদটি (exegésato) "প্রকাশ করেছেন" আর "বর্ণনা করেছেন" উভয় প্রকারেই অনুবাদ করা যায়। ঈশ্বর আমাদের মানবতার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে বুনেছেন, আর তাই আমাদের নিজেদের গল্প বুননের জন্য তিনি আমাদেরকে এক নতুন পন্থা দিয়েছেন।

৪। এক চির নবায়িত গল্প

খ্রিস্টের ইতিহাস অতীতের কোন কর্মকাণ্ড নয়; এটা আমাদের গল্প আর সর্বদাই তা সময়োপযোগী। এটা আমাদের দেখায় যে, মানবজাতির জন্য, আমাদের দেহ ও আমাদের ইতিহাসের জন্য ঈশ্বরের গভীর অনুভব ছিল, তা এমন পর্যায় পর্যন্ত যে তিনি মানুষ, দেহ এবং ইতিহাস হয়ে উঠেছিলেন। এটা এও আমাদের বলে যে, কোন মানবিক গল্পই তাৎপর্যহীন বা নগণ্য নয়। যেহেতু ঈশ্বর গল্প হয়ে উঠেছিলেন, তাই প্রতিটি মানবিক গল্পই হলো কোন এক অর্থে একটি ঐশরিক গল্প। প্রতিটি ব্যক্তির ইতিহাসেই, স্বর্গীয় পিতা পুনরায় তাঁর পুত্রের গল্প দেখতে পান, যে পুত্র জগতে নেমে এসেছিলেন। প্রতিটি মানবিক গল্পেই রয়েছে এক দুর্দমনীয় মর্যাদা। ফলশ্রুতিতে, মানবজাতির সেই গল্পের অধিকার রাখে যা এর উপযুক্ত, যা সেই মাথা ঘুরানো ও মোহনীয় উচ্চতার যোগ্য যে উচ্চতায় যিশু একে উঠিয়েছেন।

সাধু পল লিখেছেন, "তোমরা খ্রিস্টের একটি পত্র যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে; আর এই পত্রের লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরের ফলক নয়, রক্তমাংসের হৃদয় ফলকেই লেখা" *(২ করিন্থিয় ৩:৩)*। পবিত্র আত্মা যিনি হলেন ঈশ্বরের ভালবাসা, তিনি আমাদের মধ্যে লিখছেন। আর যখন তিনি আমাদের মধ্যে লিখেন তখন তিনি আমাদের মধ্যে মঙ্গলময়তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিরন্তর এ বিষয়ে মনে করিয়ে দেন। বাস্তবিক, "মনে করিয়ে দেয়ার" অর্থ হলো মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনা, অন্তরের মধ্যে 'লিপিবদ্ধ করা'। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রতিটি গল্পই, এমনকি সবচেয়ে বিস্মৃত গল্প, এমনকি সেই গল্প যা মনে হয় সবচেয়ে কুটিল করে লেখা হয়েছে, সেটাও

অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে উঠতে পারে, একটি শ্রেষ্ঠকীর্তি হিসেবে নতুন করে জন্ম নিতে পারে, আর মঙ্গলসমাচারের একটি পরিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সাধু আগষ্টিনের স্বীকারোক্তির মতো। সাধু ইগ্নেসিউসের তীর্থযাত্রীর যাত্রার মতো। বালক যিশু ভক্তা সাধ্বী তেরেজার আত্মার এক কাহিনীর মতো। সেই বাগদত্তার মতো, কারামাজভের সেই ভ্রাতৃবর্গের মতো। অগণিত অন্যান্য কাহিনীর মতো যা ঈশ্বরের স্বাধীনতা ও মানুষের স্বাধীনতার মধ্যকার সাক্ষাৎ প্রশংসনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী জানি যার মধ্যে মঙ্গলসমাচারের সুবাস রয়েছে, যা সেই ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করেছে যে ভালবাসা জীবন রূপান্তর করে। এই গল্পগুলো চিৎকার করে বলে যেন তা সহভাগিতা করা হয়, বর্ণনা করা হয় এবং প্রতিটি যুগে, প্রতিটি ভাষায় ও প্রতিটি মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে আনা হয়।

৫. এমন এক গল্প যা আমাদের নবায়ন করে

আমাদের নিজেদের গল্প প্রতিটি মহান গল্পের অংশ হয়ে ওঠে। যখন আমরা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করি, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী পাঠ করি, অথবা সেই সব পাঠ্য পড়ি যা মানব হৃদয়ে এর আলো ও এর সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে লেখার জন্য স্বাধীন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা কী তিনি তা আমাদের স্মৃতিতে পুন:জাগ্রত করেন। যখন আমরা সেই ভালবাসার কথা স্মরণ করি যা আমাদের সৃষ্টি করেছে ও পরিত্রাণ দিয়েছে, যখন ভালবাসাকে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার গল্পের একটি অংশ করি, যখন আমরা দয়া দিয়ে আমাদের দিনগুলোর একটি চিত্রকর্ম বুনন করি, তখন আমরা আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছি। আমরা আর আফসোস করে আর বিষন্নতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকি না, যা একটি অস্বাস্থ্যকর স্মৃতির দিকে ঠেলে দেয় যা আমাদের হৃদয়কে ভারগ্রস্ত করে; বরং, অন্যদের প্রতি আমাদের নিজেদেরকে উন্মুক্ত করে। আমরা আমাদেরকে সেই মহান গল্পকারের একই দর্শনের প্রতি নিজেদেরকে উন্মুক্ত করি। ঈশ্বরকে আমাদের গল্প বলা কখনোই অর্থহীন নয়: এমনকি যদি ঘটনাসমূহের বিবরণ একই থেকে যায় তথাপি এর অর্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা পরিবর্তনশীল। প্রভুকে আমাদের গল্প বলার অর্থ হলো আমাদের ও অন্যদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল ভালবাসার দৃষ্টিতে প্রবেশ করা। আমরা যে গল্পে বাস করছি আমরা তার বিবরণ তাঁকে দিতে পারি, যেসব ব্যক্তি ও পরিস্থিতি আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে সেসব তার কাছে নিয়ে আসতে পারি। তাঁর সঙ্গে আমরা জীবনের কাঠামো পুনরায় বুনন করতে পরি, ছিঁড়ে ফেলা অংশ আর কান্না জোড়া লাগাতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেরই কত বেশী করেই না ঠিক এই কাজটাই করা উচিত!

সেই মহান গল্পকারের দৃষ্টি দিয়ে- এমমাত্র তিনিই যার চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে- আমরা এরপর অন্যান্য চরিত্র অর্থাৎ আমাদের ভাই-বোনদের দিকে অগ্রসর হতে পারি, যারা বর্তমান সময়ের গল্পে আমাদের সঙ্গে অভিনেতা-নেত্রী হিসেবে আছেন। কেননা জগতের মঞ্চে কেউই অতিরিক্ত নয়, আর প্রত্যেকের গল্পই সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত। এমনকি যখন আমরা মন্দতার বিষয়ে কথা বলি তখন আমরা পরিত্রাণের জন্য কক্ষ ত্যাগ করা শিখতে পারি; মন্দতার মাঝে, আমরা মঙ্গলময়তার কাজ সনাক্ত করতে পারি আর একে সময় দিতে পারি।

তাই এটা এরকম নিছক গল্প বলার একটা বিষয় নয়, অথবা নিজেদের প্রচার করার বিষয় নয়, বরং স্মরণ করার বিষয় যে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি এবং কারা, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে যা লেখেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করা আর সবার কাছে প্রকাশ করা যে, তার গল্পে অপূর্ব কিছু বিষয় রয়েছে। এটা করার জন্য, আসুন আমরা আমাদেরকে সেই নারীর কাছে ন্যস্ত করি যিনি তার গর্ভে ঈশ্বরের মনুষ্যত্ব বুনে বুনে গড়েছেন, আর মঙ্গলসমাচার আমাদের বলে যে তিনি তার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ একসঙ্গে জুড়েছেন। কেননা কুমারী মারীয়া "এই সব ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন" *(লুক ২:১৯)*। আসুন আমরা তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যিনি জানতেন কিভাবে ভালবাসার কোমল শক্তি দিয়ে জীবনের জট খুলতে হয়:

হে কুমারী জননী মারীয়া, তুমি তোমার গর্ভে ঐশবাণীকে বুনেছ, তুমি তোমার জীবন দ্বারা ঈশ্বরের মহিমাকীর্তি বর্ণনা করেছ। তুমি আমাদের গল্পগুলো শোন, সেগুলোকে তোমার হৃদয়ে আঁকড়ে রাখো, আর যে গল্পগুলো কেউ শুনতে চায় না সেগুলোকে তোমার নিজের করে নাও। যে উত্তম সূতাগুলো ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় সেগুলো সনাক্ত করতে আমাদের শেখাও। আমাদের জীবনে প্যাঁচানো জটগুলোর দিকে তাকাও যেগুলো আমাদের স্মৃতিকে অবশ করে দেয়। তোমার কোমল হাত দিয়ে সব জটই খুলে যেতে পারে। পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হে নারী, তুমি আস্থার জননী, আমাদেরকেও তুমি অনুপ্রাণিত কর। শান্তির গল্প গড়ে তুলতে তুমি আমাদের সাহায্য কর, যে গল্পগুলো ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে । আর সেগুলোর সাথে একত্রে জীবনযাপনের পথও তুমি আমাদের দেখাও।

রোমের সাধু যোহন লাতেরান মহামন্দির থেকে ২৪ জানুয়ারী ২০২০, খ্রিস্টাব্দ
সাধু ফ্রান্সিস দ্য সালের স্মরণদিবসে প্রদত্ত।

পোপ ফ্রান্সিস

অনুবাদ : ফাদার তুষার জেমস্ গমেজ

পোপীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কাউন্সিল থেকে
রমজান ও ঈদ-উল-ফিত্‌র উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী
মূলসুরঃ খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ঐক্য প্রচেষ্টায় উপাসনার স্থানগুলো সংরক্ষণ

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

পবিত্র রমজান মাসটি আপনাদের ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রিয় বিষয়; আর তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এই সময়টি আপনাদের কাছে বেশ সমাদৃত। এই সময়টি আধ্যাত্মিক নিরাময় ও সমৃদ্ধির জন্য এবং দীনজনদের সাথে সহভাগিতা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বন্ধন সুদৃঢ় করার একটি উপযুক্ত সময় ।

আমরা আপনাদের খ্রিস্টান বন্ধু, আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে, এই উপলক্ষে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে এবং যেখানে সম্ভব, আপনাদের সাথে ইফ্‌তারে শরিক হয়ে, আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করার এ'টি হল আমাদের জন্য একটি উপযুক্ত সময়। এভাবেই রমজান ও ঈদ-উল-ফিত্‌র হয় খ্রিস্টান ও মুসলমানেদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব তা পরিপুষ্ট করার বিশেষ উপলক্ষ। আর ঠিক এই আমেজেই ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল আপনাদের সবাইকে জানায় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে এই বছর যে-সব চিন্তা-চেতনা আপনাদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই তা হল উপাসনার স্থানগুলোর সংরক্ষণ।

আমরা সবাই জানি যে, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে উপাসনার স্থানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, একই সত্য অন্যান্য ধর্মের বেলায়ও। খ্রিস্টান ও মুসলমানদের উভয়ের জন্য গীর্জা ও মসজিদগুলো হল এমন স্থান, যা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনার জন্য সংরক্ষিত। এ-সব উপাসনা গৃহ এমনভাবে-ই নির্মিত এবং আসবারপত্র ও গৃহসজ্জা দ্বারা এগুলো সজ্জিত, যেন সেখানে বিরাজ করে নীরবতা, মৌনতা ও ধ্যানময়তা। এগুলো এমনই স্থান যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজ সত্ত্বার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, আর তাই নীরবতায় করতে পারে ঈশ্বর-অভিজ্ঞতা ।

অতএব, একটি উপাসনার স্থান, সে যে-কোন ধর্মেরই হোক, তা হল "একটি প্রার্থনার গৃহ" (নবী ইসাইয়া ৫৬:৭)।

উপাসনার স্থানগুলো আধ্যাত্মিক আতিথেয়তার স্থানও বটে, যেখানে অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাসীরাও বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান করে ; যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সমাধিদান, সেই এলাকার জনসমাজের পর্ব ইত্যাদি। যখন তারা নীরবে সেই অনুষ্ঠানগুলোতে ও শ্রদ্ধার সাথে সেই বিশেষ ধর্মের বিশ্বাসীদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলোর সাথে অংশগ্রহণ করে, তখন তারা তাদের প্রতি আন্তরিকতার স্বাদও আস্বাদন করে। এমন ধরণের প্রচলিত রীতিই হলো যা-কিছু বিশ্বাসীদের একত্রিত করে তারই এক বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত সাক্ষ্য ; তবে যা তাদেরকে স্বতন্ত্র্য বা পৃথক করে রাখে, তা ক্ষুন্ন বা অস্বীকার না করেই ।

এই প্রসঙ্গে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর বাকু (আজেরভাইজান) শহরে অবস্থিত হায়দার আলীব মসজিস পরিদর্শনকালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস যা বলেছিলেন তা স্মরণ করা যথাযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: "এই প্রার্থনার স্থানে ভ্রাতৃবৎ বন্ধুত্ব সহকারে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হল একটি ফলপ্রদ চিহ্ন, যা প্রকাশ করে সম্প্রীতি, আর ধর্মসমূহই একত্রে গড়ে তুলতে পারে এই সম্প্রীতি ; আর তা পারে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং এর জন্য যারা দায়িত্বে রয়েছে তাদের শুভ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই ।"

দুষ্ট ও অনিষ্টকারীর একটি দল, যারা উপাসনার স্থানগুলোকে তাদের অন্ধ ও নির্বোধ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সুবিধাজনক লক্ষ্যবস্তু হিসাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করে, তাদের দ্বারা বিভিন্ন গীর্জা, মসজিদ ও ইহুদীদের মন্দিরগুলোর উপর সাম্প্রতিক আক্রমণ প্রসঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ আবুধাবীতে পোপ ফ্রান্সিস ও আল-আযাহার-এর প্রধান ইমাম ড. আহমেদ আল্-তাইয়েব দ্বারা সাক্ষরিত "বিশ্বশান্তি ও সহাবস্থানের জন্য মানব ভ্রাতৃত্ব" দলিলটিতে যা উল্লেখ আছে তা তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় ঃ 'উপাসনার স্থান - ইহুদীদের ধর্মমন্দির, গীর্জাঘর ও মসজিদ - এগুলোর সংরক্ষণ করা হল একটি দায়িত্ব যা সকল ধর্ম, মানবীয় মূল্যবোধ , আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা নিশ্চিতকৃত। উপাসনার স্থানগুলোর উপর আক্রমণের প্রতিটি অপচেষ্টা অথবা প্রচণ্ড আক্রমণ, বোমা-বিস্ফোরণ অথবা ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে এগুলোর প্রতি ভীতি প্রদর্শন হল ধর্মসমূহের ধর্মীয় শিক্ষার বিচ্যুতি এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন।"

বিশ্বব্যপী উপাসনার স্থানগুলোর সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহের যে-সকল প্রচেষ্টা, তার ইতিবাচক মূল্যায়ন করার সাথে সাথে এটাই আমাদের প্রত্যাশা যে, আমাদের পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা আমাদের অকপট বন্ধুত্বের যে বন্ধন, তা অধিকতর দৃঢ় করতে সাহায্য করবে এবং উপাসনার স্থানগুলো রক্ষা করতে আমাদের সমাজ বা সম্প্রদায়গুলোকে সমর্থ করে তুলবে। এইভাবেই একজনের নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ঘোষণা করার যে মৌলিক স্বাধীনতা, তা অনাগত প্রজন্মগুলোর কাছে নিশ্চিত করবে।

সর্বোচ্চ সম্মান ও ভ্রাতৃপূর্ণ শুভেচ্ছাসহ ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলের পক্ষে আমরা আপনাদের জন্য কামনা করি একটি ফলপ্রসূ রমজান মাস ও এক আনন্দময় ঈদ-উল-ফিত্‌র মহোৎসব।

ভাতিকান থেকে ১৭ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রেরিত

মিগুয়েল এঞ্জেল কার্ডিনাল আইউসো গুইক্সট, এমসিসিজে
প্রেসিডেন্ট
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

রেভা. মন্সিনিয়র ইন্‌দুনিল কদিথুয়াক্কু জ্ঞানাকারাত্‌নে কান্‌কানামালাগে
সেক্রেটারী
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

অনুবাদ: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, সেক্রেটারী, সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন।

মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী

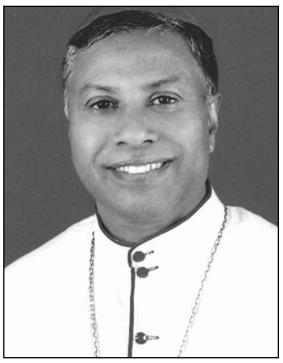

মূলসুরঃ মানবসমাজ ও প্রকৃতিতে শান্তি-সম্প্রীতি

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষে আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভক্তিপূর্ণ সালাম, খুশীর 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি ।

বিভিন্ন দিক থেকে ঈদ-উল-ফিতর ধর্মীয় মহোৎসবটি মুসলমান ভাইবোনদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ । রমজান মাস ত্যাগ তিতিক্ষায় উজ্জ্বল একটি মাস; এ-সময় ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসীগণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে নিজেদের পরিচালিত করেন ; পাপ-পংকিলতা, অসত্য ও অন্যায়-অন্যায্যতাকে জয় ক'রে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথে জীবন যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন । এটা এমনই একটি বিশেষ সময়, যখন আমাদের এই ভাইবোনেরা নামাজ, রোজা, জাকাত দানের মধ্য দিয়ে পরম করুণাময়ের নৈকট্য ও গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন । এইভাবে সিয়াম সাধনার এই পবিত্র মাসটি হয়ে উঠে মহান আল্লাহ্'র রহমত ও বরকত লাভের মাস । ইসলাম ধর্মতত্ব অনুসারে পবিত্র রমজান মাসের শেষ দিকে ইসলাম ধর্মের মহান নবী হজরত মুহাম্মদ-এর কাছে পবিত্র কোরান নাজিল হয় ; তাই এই মাসকে পবিত্র কোরান নাজিলের মাস-ও বলা হয়ে থাকে । এই পবিত্র কোরান শরীফের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে স্রষ্টার করুণা, ভালবাসা এবং পথ-নির্দেশনা । তাই বিভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত এই রমজান মাসটির পর ঈদের দিনটি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দ ও মহাখুশীর দিন বটে !

কাথলিক চার্চের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টীয় নববর্ষ (২০২০) ও বিশ্ব শান্তিদিবস উপলক্ষে তাঁর বাণীতে সবাইকে 'শান্তির কারিগর' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রতিটি যুদ্ধই হলো ভ্রাতৃ-হত্যার সামিল । আর ইসলাম বিশ্বাস করে যে, একজন মানুষকে হত্যা করা হলে সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করা হয় । উপরন্তু, প্রতিটি মানুষই শান্তিতে জীবন যাপন করতে চায় এবং শান্তি স্থাপনের তাগিদ প্রতিটি মানুষই অন্তরে উপলব্ধি করে । শান্তি যেন ঈশ্বর প্রদত্ত মানুষের অন্তরে একটা ঐশ দান স্বরূপ । বর্তমানে 'করোনা' নামক ভাইরাসের আক্রমণাত্মক বিস্তৃতি নিয়ে বিশ্ব অতিশয় চিন্তিত ও শঙ্কিত । পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস Laudato Si (হউক তাঁর মহিমা) শিরোনামে বিশ্বমণ্ডলীর কাছে তাঁর সর্বজনীন পালকীয় পত্রে (২০১৫) উল্লেখ করেছেন: "এই পৃথিবী আমাদের অভিন্ন বসতবাটি । বায়ুদূষণ, বন-বৃক্ষ নিধন, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সসাইড, কালো ধোঁয়া, বিশুদ্ধ জলের অভাব, নোংরা জলের দুর্গন্ধ, মাত্রাতিরিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, নিশ্চিহ্ন নালা-ডোবা, শব্দদূষণ, জীব-বৈচিত্র হ্রাস, আবাসিক এলাকা শিল্প কারাখানায় পরিণত হওয়া, প্রকৃতি'র উপর এমন সব আঘাতের ফলে প্রকৃতি যেন আর্তনাদ করছে, চিৎকার করে বিলাপ করছে । ১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন 'প্যারিস-চুক্তি' থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২ জুন বলেছিলেন: "পরিবেশ দূষণের অধিকার আমাদের কারো নেই । সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবীর অধিকার সবার ; আমরা তা কেড়ে নিতে পারি না ।" জার্মানীর মাননীয় চ্যান্সেলার ম্যার্কেল স্পষ্টই বলেছিলেন: "আমাদের 'ধরিত্রী মাতা'কে সুস্থ ও সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার । যে বা যারা এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করে, তারা যে ধরিত্রী মাতার কল্যাণ চায় না, তারা সন্ত্রাসী ।" পোপ ফ্রান্সিস তাঁর Laudato Si (হউক তাঁর মহিমা) প্রৈরিতিক পত্রে আরো উল্লেখ করেছেন যে, সবাইকে ভূ-প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে, একে সুন্দর ও সুস্থ রাখতে হবে । তিনি আরো বলেন: মানুষ কর্তৃক ঈশ্বরের সৃষ্টির যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ করতে হলে প্রত্যেকের মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হবে *(দ্রষ্টব্য নং ১৪)* ।

'করোনা' ভাইরাসের আগমনে বর্তমানকালে আমরা এক অদ্ভূত সময় পার করছি ; তবে ভাইরাসটির ফলে মানুষ ও প্রকৃতির মঝে দেখা যায় কতকগুলো শুভ ফল: মানুষের মাঝে নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ, নেই মারামারি, নেই কোন ধর্মীয় উন্মাদনা ও সহিংসতা,

নেই কোন যুদ্ধ। এই সংকটময় মুহূর্তে প্রকৃতিতে নেই কোন প্রকারের দূষণ; বিশ্ব-প্রকৃতি যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে, দূষণ মুক্ত হচ্ছে। বলা হয় ৩৫ বছরের যে দূষণ হয়েছিল সেটা এই সময়ের মধ্যে পরিশোধিত হচ্ছে। জীব-জন্তু, পশু-পাখী স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। যে-মানুষ দিনে-রাতে এ-তো ব্যস্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল, সবাইকে অশান্ত করে তুলেছিল, সেই মানুষেরই এখন যেন হাতে কোন কাজ-ই নেই, তার আছে এখন অঢেল সময় নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখার জন্য। অপর দিকে, এই করোনা ভাইরাস আবার ধনী, গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিচারে সবাইকে আক্রমণ করছে। এর ফলে দেখি অতি-দরিদ্র জনগণ যাদের কাজ-কর্ম নেই এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যাদের জমা-জমি নেই তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে।

অতএব বর্তমানের এই করোনা-আক্রান্ত পৃথিবীতে মানুষে মানুষে, পশু-পাখী, জীব-জন্তুর সাথে, ভূ-প্রকৃতির সাথেও মানুষের সম্পর্ক ও সম্প্রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন বাস্তবতার মধ্যে যা প্রয়োজন তা হল : আমাদের সবার 'আবাসভূমি'র সুরক্ষার জন্য গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা। সবার আবাসভূমি এই পৃথিবী ও ভূ-প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে এবং দূষণমুক্ত করতে হবে। ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, মানব মর্যাদার স্বীকৃতি ও রক্ষা, অন্য কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও মানব সমাজের ভিন্নতাকে স্বীকৃতি ও সম্মান করতে হবে। স্বার্থ, শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাকে রোধ করে সবার সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেই মানুষ, জীব-জন্তু ও ভূ-প্রকৃতি শান্তি পাবে ও ভারসাম্যতা ফিরে পাবে। এই বিশ্ব হবে শান্তি-সম্প্রীতির এক তৃণভূমি।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্ট এই মানব জাতির মধ্যে ভালবাসা, সমর্থন, সহযোগিতা, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-সম্প্রীতি গড়ে উঠুক; জেগে উঠুক সমঝোতা, সমন্বয়, ও সমৃদ্ধি। বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসীবর্গ আমাদের সবার এই 'অভিন্ন বসতবাটি' (our Common Home) সংরক্ষণ করার জন্য একত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করুক। মানুষ, বিশ্ব-প্রকৃতি, পশু-পাখী ও জীব-জন্তুর মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক ও সব কিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্যতা গড়ে উঠুক। এই পবিত্র ঈদ-উল ফিতর মহোৎসবে এই শুভ কামনা আমাদের সবারই। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর মহোৎসব আমাদের সবাইকে তাঁর তৌফিক দান করুন !

সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা : ঈদ মোবারক।

+বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই
সিলেট ধর্মপ্রদেশ
সভাপতি, খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন (সিবিসিবি)

একটি ঈদ, একটি-ই প্রত্যাশাঃ প্রিয়জন থাক নিরাপদ

-কামরুন নাহার শেলী

এবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যই যেতে হয়েছিল গাজীপুরের কিছু প্রত্যন্ত এলাকায়। সেখানে স্থানীয় এক আদিবাসী যুবক আতিথেয়তার উদ্দেশ্যেই আমাকে বললো, "আপা, আর দু'টো দিন থেকে যান। আমাদের এখানে 'করুণা' (করোনা/কোভিড-১৯) নেই।" যে জাতির মানুষেরা সামান্য পরিচয়েই এমন উষ্ণ আপ্যায়ন করতে জানে, তারা কারণে-অকারণে, সচেতনে বা অচেতনে সামাজিক দূরত্ব আর লক-ডাউনের নিয়ম ভঙ্গ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। মাথায় তপ্ত রোদ নিয়ে শালবনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে যুবকের কথা শুনে ভালোই লাগলো। এটা প্রযুক্তির আশীর্বাদ যে, করোনা বা কোভিড-১৯-এর বাংলাদেশে আগমনী বার্তা ইতিমধ্যেই এই শালবনেও পৌছে গেছে।

মার্চের প্রথম সপ্তাহেই বাংলাদেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত সনাক্তকরণ হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমন মহামারী রূপ ধারণ করলো। বাংলাদেশ সরকার এ মহামারী প্রতিরোধে ২৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাধারন ছুটি ঘোষণা দিলেন, যা দফায়-দফায় বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৩০ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশ, যেখানে শুধু ঢাকা শহরেই প্রায় সাত মিলিয়ন লোক বাস করছে ৩,৩৯৪টি বস্তিতে, যেখানে মাত্র বারো বর্গমিটারের ঘরগুলোতে বাস করতে হয় গড়ে চারজনেরও অধিক লোককে, সেখানে মহামারীর ভয়াবহতাকে চেতনায় না নিয়ে গোটা দেশ যেন করোনা উৎসবের আমেজে গা ভাসালো।

সরকার ঘোষিত সাধারন ছুটির গুরুত্ব ভুলে দলে-দলে ছুটলো মানুষ নাড়ির টানে, শহর থেকে গ্রামে। করোনার ভয়ে ঘরে ফেরা প্রবাসী ছেলেটি জানলো না, তার প্রিয় পরিবারের জন্য সে কি মরনঘাতী ভাইরাস বয়ে নিয়ে এসেছে। মায়ের কোলে ঘুমানো যে শিশুটি ঘুম থেকে উঠে আর তার কর্মজীবী মাকে দেখতে পেত না, তার চোখে-মুখে আজ খুশির ঝিলিক। মা এখন অফিসে যায় না, বাবা এখন রাত করে ঘরে ফিরে না। এরই মধ্যে থেমে গেল জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সকল আয়োজন। গোটা জাতি বন্ধ দরজার ওপার থেকে দেখলো একটি স্বাধীনতার সূর্যোদয়। মন্দির আর গীর্জার ঘন্টাধ্বনি কেঁপে-কেঁপে জানাতে লাগলো ঘরে থাকার আহ্বান। মসজিদের মুয়াজ্জিনের কণ্ঠরোধ হলো, 'নামাজের জন্য এসো' বলতে যেয়ে। রুদ্ধ দ্বারের আড়ালে সকল সামাজিক মানুষগুলো এক আত্মকেন্দ্রিক অসামাজিকতায় আবদ্ধ হলো, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। করোনা যে পরিবারে ঢুকলো শুধু তারাই প্রত্যক্ষ করলো এর বিভীষিকাময় রূপ। চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা যায় না, সন্তান পিতার লাশ গ্রহণ করে না, ভাই ভাইয়ের সমাধির জায়গা দেয় না- এমনি হাজারো বিড়ম্বনার ইতিহাস রচনা করলো করোনা। কেউ বা রুদ্ধ দ্বারের ওপারে বসে মেধায়-মননে করোননার প্রভাব, ফলাফল কিংবা মহামারীর আশঙ্কাকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই-বাছাই করতে লাগলো। কিন্তু যে মানুষগুলো নিত্যদিনের ক্ষুধা আর দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে-করে ইতিমধ্যে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ফেলেছে তারা কেন ভয় পাবে করোনা-কে ? ক্ষুধার সংক্রমণ যে করোনার সংক্রমণের চেয়ে কতটা ভয়াবহ, তা শুধু সেই পিতা-ই জানে, যে তার সন্তানের মুখে আহার তুলে দিতে পারে না। পৃথিবীর দেয়ালে যেন লেপ্টে আছে একটি ব্যানার- "পৃথিবী মেরামতের কাজ চলছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত। এসময় ঘরেই থাকুন .. .."

এ আহ্বান কি সবার জন্য ? নাহ্! কারণ, মানুষ তার মানবীয় গুণাবলীর সার্বজনীনতা হারিয়ে ফেলেছে আজ। তাইতো করোনা-র জন্মের দায় মানুষ আজ ঈশ্বরকে চাপাতে পারছে না, নিজেই নিজেকে দোষারোপ করে তার কাছে পরিত্রাণ চাইছে। নিজের এবং পরিবারের অন্নের সংস্থান করার সামর্থ্য যার আছে, তিনি রুদ্ধ দ্বারে নিরাপদ। আর যার নেই তিনি ছুটছেন ত্রাণের সন্ধানে, অনভিপ্রেত ফটোসেশনে। করোনা সংক্রমিত হয়ে মরে গেলেও এদের পরিসংখ্যান ডাটাবেইজে স্থান পাবার সুযোগ নেই। আমাদের মধ্যবিত্তের টানাপোড়নের জীবনে করোনা এক ভিন্ন মাত্রার সংযোজন। সংযম, সচেতনতা আর পঁচা সাবানের ঘষামাজায় করোনা এখানে হয় আত্মাহুতি দেয়, নয়তো আত্মাকে কেড়ে নেয়। কারণ, তাদের অভাবটা ঠিক কারো কাছে হাত পাতার উপযোগি নয়। করোনা সংক্রমণ যদি ঘটেও যায়, তাদের চিকিৎসাটা আদা, লেবু আর গরম জলেই সীমাবদ্ধ। মরলে 'শহীদ' বাঁচলে 'গাজী' এমনি এক পরম্পরার দোটানায় এই কঠিন সময়টি পার করছেন তারা।

তবে জীবন যেভাবেই হিসেব মিটিয়ে নিক না কেন, সময় তো আর বসে থাকতে পারে না। তাইতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের এই দেশে সিয়াম সাধনার মাস রমজান এলো অনাড়ম্বরেই। মোড়ে-মোড়ে ইফতারির পসড়া নেই, নেই বাহারী পোষাকের বিজ্ঞাপন, বড়লোকের দেয়া যাকাতের কাপড় সংগ্রহ করতে যেয়ে গরীবের পদদলিত হয়ে মৃত্যুর খবরও নেই। আসলে সিয়াম সাধনা যে আড়ম্বরের কোন আয়োজন নয়, করোনার আবির্ভাব না হলে হয়তো তা উপলব্ধিতেই আসতো না। চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে মুসলিম সম্প্রদায় একটানা ঊনত্রিশ কিংবা ত্রিশ দিন এই সিয়াম সাধনা বা আত্মশুদ্ধির চর্চাটি করে থাকেন। মোট তিনটি ধাপে এই আত্মশুদ্ধির কাজটি হয়ে থাকে- প্রথম দশদিন রহমত বা দয়ার জন্য, দ্বিতীয় দশদিন মাগফেরাত বা ক্ষমার জন্য এবং শেষ নয় বা দশদিন মুক্তির জন্য। আত্মশুদ্ধির এ কাজটি মূলতঃ দয়া দিয়েই শুরু হয়। যদি আমি দয়া করি তবে আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ও আমার প্রতি দয়া করবেন। যদি তিনি আমার প্রতি দয়া করেন, তবে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি আমি তার ক্ষমা পাই তবেই আমার আত্মার মুক্তি মিলবে। সে মুক্তির আনন্দ-ই হলো পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর।

কাজী নজরুল ইসলামের যে গানটি ছাড়া ঈদের আনন্দ অসম্পূর্ণ, তার প্রথম দু'টো লাইন হলো-

"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ .. .."

করোনা আক্রান্ত এই নীরব ধরণীতে আমরা কি এখনো উপলব্ধি করতে পারছি, আমাদের প্রতি তার 'আসমানী তাগিদ' কি ? সে আসমানী তাগিদ হলো নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার। নিজেকে বিলিয়ে দিতে তো সে-ই পারে, যে ভালবাসে। এ সোনার দেশে সোনার মানুষ তো সে-ই, যে মানুষকে ভালবাসতে জানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রের এই দেশে সামাজিক দূরত্বের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটলে ধনী মানুষগুলোর জায়গা হবে বঙ্গোপসাগরে, কারণ তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। যদিও বাস্তবে তা ঘটবার নয়। তবুও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নিজেকে প্রাচুর্য্য আর বিত্ত-বৈভবের সোনা দিয়ে মুড়ে রাখলেই সোনার মানুষ হওয়া যায় না। লালনের ভাষায় তাই বলতে হয়, "মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি.. .."

করোনা মহামারীর এই দুর্যোগকালে আত্মশুদ্ধির আনন্দ নিয়ে একটি ঈদ এসেছে আমাদের মাঝে। এই ঈদে একটি-ই প্রত্যাশা হোক আমাদের- মানুষের প্রতি ভালবাসা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ হোক আমাদের প্রিয় মানুষ, প্রিয়জন। আমরা সবাই সবার দৈহিক, সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি। এই ঈদে প্রিয়জন, প্রিয় মানুষ থাক নিরাপদ।

তিনি তাঁর আত্মাকেও দান করলেন

সুনীল পেরেরা

পুনরুত্থান পর্বের পরে চল্লিশ দিন ধরে যিশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। এ সময়টা তিনি কোথাও ছিলেন? তিনি কি প্যালেস্টাইনের কোন এক স্থানে দর্শন দিতেন? না, তা নয়। তিনি ছিলেন পিতার কাছে। সেখান থেকে তিনি তাঁর আপন জনের কাছে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করে তুলতেন, করতেন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। যিশুর পুনরুত্থানের আগে যে অবস্থা ছিল পরে আর তা ছিল না। মরজগতের আগে যে অবস্থা ছিল পরে আর তা ছিল না। মরজগতের স্বাভাবিক অবস্থাটা শেষ হয়ে গেছে। যিশুর স্থান এখন পিতার সঙ্গে। তাই মেরী ম্যাগডালিনকে যিশু বলেছিলেন, যিনি আমার পিতা ও তোমার পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর আমি এবার ঊর্ধ্বলোকে তার কাছেই ফিরে যাচ্ছি। *(যোহন-২:১৭)* পুনরুত্থান মানে পিতার সাথে থাকা। অর্থাৎ যিশু তাঁর পুনরুত্থান ঘটনার মধ্য দিয়েই পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন।

পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর যিশু তাহলে কোথায় গেলেন? গেলেন পিতার কাছে। কিছুক্ষণ ওপরে ওঠতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল। এই মেঘ ঈশ্বরের উপস্থিতি সূচিত করলে অন্তরীক্ষে যিশু কোথার ওঠেছিলেন? খ্রিষ্টের মহিমান্বিত মানবতা আমাদের মত দূরত্ব অতিক্রম করে না। তাছাড়া 'পিতা বা স্বর্গ' ঊর্ধ্বলোকে নেই। আকাশের আলো বিরাট পরিসর ও মুক্তি ঈশ্বরের গৃহ হওয়ার প্রতীক ফলে এই ঊর্ধ্বলোকের ধারণা আমাদের মনে আসছে। কিন্তু যিশু যে পিতার কাছে গিয়েছিলেন তিনি কোন সীমার দ্বারা সীমিত নন। *(যোহন ৪:২৪)* আমরা জানি যিশু পিতার সঙ্গে আছেন। তিনি মানুষ ও তাঁর দেহ রয়েছে, তার এই দেহ পার্থিব নয়। ধর্মগ্রন্থের "পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট" এই উক্তিটিও রুপক। পিতার কোন দক্ষিণ পার্শ্ব নেই। মোট কথা যিশু তাঁর পুনরুত্থান বলেই পিতার সঙ্গেই আছেন তার শেষ দর্শনদান স্বর্গারোহণে, এক ব্যঞ্জনাময় ভাবের মধ্যে বিষয়টি উজ্জল হয়ে ফুটে ওঠেছে। মানবরূপে যিশুর বর্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, আমরা জানি তিনি পিতার ভালাবাসা পেয়েছেন।

মানব যিশু ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি-সৃষ্টির গৌরব মুকুট। এই জগৎ যা কিছু জানার, এ জগতে যা কিছুই জন্মায় সব তাঁর অভিমুখেই ছুটে চলেছে, কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন। তাই সাধু পল বলেছেন, খ্রিস্ট যিশু অদৃশ্য পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি; বিশ্ব অর্ন্তধান করলেন তখন একটা প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি আমাদের মধ্যে দৃশ্যমান রইলেন না? যিশু বলেছের, আমার এই চলে যাওয়াটাই তোমাদের পক্ষে ভাল কারণ আমি না গেলে সেই সহায়ক, পবিত্র আত্মা, তোমাদের কাছে আসবেনই না কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। *(যোহন ১৬:৭)* পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে যিশুর নিকটতম যোগ স্থাপন করেন। যিশুর মানব রূপের সঙ্গে সে যোগ সম্ভব ছিল না। ভগবান খ্রিস্ট তখন আমাদের আরও গভীরভাবে মর্মে প্রবেশ করতে পারেন ও জগতে তাঁর উপস্থিতি ব্যাপকতর হতে পারে। তিনি যে আছেন তা তাঁর আত্মাকে গ্রহণের মাধ্যেই সত্য হয়ে ওঠে, যিশু বলেন, এই আত্মা যা কিছু তোমাদের জানাবেন তা আমার নিজেরই কথা, আমারই কাছ থেকে নেওয়া *(যোহন ১৬:১৩-১৪)* উন্মুক্ত একাগ্র হৃদয়ই তাঁকে দেখতে পারে। খালি চোখের সহজ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পারে *(মথি ৫:৮)* যিশু এখন আর ব্যক্তিরুপে আমাদের মধ্যে নেই বা কাজ করছেন না। তিনি এখন আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজিত। আর এই জন্যই তিনি আমাদের বিশেষ এক দায়িত্বভার ও সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মানব জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করাই এখন আমাদের কাজ। খ্রিস্টমণ্ডলীর সমগ্র জীবনে, তার প্রচারে, দুঃখে-আনন্দে, শক্তি ও দুর্বলতার, জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়ার দ্বন্দে যিশুর জীবনই বয়ে চলেছে। তাই খ্রিস্ট এখন দৃশ্যমান-কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। পৃথিবীতে তাঁর প্রকাশ পূর্ণরুপে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠবে। স্বর্গারোহণের বৃহস্পতিবারের খ্রিস্টযাগে মঙ্গলসমাচার পাঠের পর পুনরুত্থান পর্বের প্রদীপ বা মোমবাতি নিভিয়ে ফেলা হয়। পুনরুত্থান পর্বের পর চল্লিশ দিন ধরে প্রতিদিন খ্রিস্টযগে দর্শন-দানের প্রতিক রুপে তাই বাতি জ্বালানো হয়। পরবর্তীতে পুনরুত্থান প্রদীপ পঞ্চাশত্তমী পর্ব প্রজ্জলিত রাখা হয়।

পবিত্র আত্মা জীবনদায়ী জলের মত আবার প্রজ্জলিত অগ্নির মতোও বহমান, হিব্রু ভাষার 'আত্মা' কথাটি 'প্রাণ' ও শ্বাস-বায়ু গ্রহণ' এই দুটি অর্থেই বুঝায়। ঈশ্বরের স্বকীয় আত্মা মানুষকে দান করলে যে অনুভূতি' তা আগুন, প্রাণ ও বায়ু এই সমস্ত ব্যবহারিক প্রতীকের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয়। ঈশ্বরের দান বুঝাবার জন্য 'আত্মা কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রধানত জীবন-দানের মধ্যে পরিস্ফুট তাঁর গ্রহণ-শক্তিকে ঈশ্বরের প্রাণ বা আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা মানুষের ওপর ঐশ আত্মার প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছিল/ঐশ আত্মা অন্তরের মধ্যে থেকে অতি ধীরে মানুষকে শিক্ষা দেবে এবং শান্তি ও আনন্দের মধ্যে তাকে জানিয়ে দেবে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি।

যিশু আত্মাকে দান করলেন। তাঁর পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর পরেই 'আত্মা' তাঁর মধ্য থেকে নির্গত হলেন। জল যেমন দীক্ষাস্নানের প্রতীক। তেমনি আত্মারও প্রতীক। পবিত্র আত্মার সাতটি দান হলো প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, বিচারক্ষমতা,শক্তি, জ্ঞান, করুণা ও ভগবদভীতি। আমাদের নিজেদের গুনের মাধ্যমে ও সাহায্যেই 'আত্মা' আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেন। পঞ্চাশতমীর পর প্রথম রবিবার 'ত্রিব্যক্তি' পরমেশ্বর তত্ত্ব স্মরণ করা হয়। এই তত্ত্ব যিশুর মুক্তির মুক্তিদায়ী কাজের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই ত্রিপুরুষ হলেন পিতা যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন, পুত্র যিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মা যাকে দহনেই দিয়েছেন যিশুর প্রদত্ত আত্মা পরিপূরিত খ্রিস্টমণ্ডলীর তিনি হলেন প্রতিক। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা বাস করতে পারছি এমন এক মানব-মণ্ডলীতে যা আত্মার দ্বারা উন্নত ও আলোকিত এবং মানব-পুত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি পুণ্যের পথে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা

ঈদ উৎসব

গোলাম সারওয়ার

পৃথিবীতে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। এই জাতিগোষ্ঠী আবার বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে

বিশ্বাসী। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর ও ধর্মবিশ্বাসীদের নিজস্ব উৎসব ও পর্ব রয়েছে। যেসকল উৎসব জাতীয় বা জাতিসত্তার সংস্কৃতিরই অংশ। প্রত্যেক জাতি ও ধর্মবিশ্বাসী মানুষ স্ব স্ব উৎসব ও সংস্কৃতি প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বকীয়তা বিকশিত করে। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, মুসলমানদের উৎসব দুইটি। এদের একটি ঈদুল ফিতর বা রমজানের ঈদ, অপরটি ঈদুল আযহা বা কুরবাণীর ঈদ। উল্লেখ্য যে, প্রধান দুটি উৎসবের পাশাপাশি আরো কিছু উৎসব রয়েছে যা মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত। যেমন, ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ১০ মহরম, শবে বরাত, মাসব্যাপী মাহে রমজানের রোজা পালন, শবে কদর এবং শবে মেরাজ ইত্যাদি।

মহানবী (সঃ) মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ঈদ উৎসব প্রবর্তনের ধারা সূচনা করেন। সে অনুযায়ী প্রতি বছর একমাস রমজানের কঠিন সিয়াম সাধনার পর ঈদ উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন হয়। যেন সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে ধনী-দরিদ্রের পরস্পর হাসি আনন্দের এক মহাসমারোহ। ঈদুল ফিতরের অন্যতম মূলকথা সহমর্মীতা। এ সময় গরীব অসহায় ফকির মিসকিনদের মাঝে যে যত বেশি অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দান সাদকা ও আল্লাহ্ নির্ধারিত গচ্ছিত নগদ অর্থ বা সোনা-রুপার যাকাত আদায় করবে সে ততো বেশি একমাস সিয়াম সাধনা ও ঈদ আনন্দের সমূহ সার্থকতা। ঈদের খুশিকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্য সামর্থবান-অসামর্থবান কিংবা ধনী-নির্ধনী সকলে সকলের তরে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে একজন আরেকজনের মাঝে লীন হয়ে যাই। সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনার হাত মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রসারিত করি। এভাবেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত আনন্দের ঈদ সবাইকে নিয়ে সবার সাথে পালন করি।

তথাস্তু আমিন আমেন

দীনেশ পিটার রেগো

লেলিহান বিষজিহ্বা বাড়িয়ে দিয়ে 'করোনা' গিলছে বহু প্রাণ,
মানুষ আপন পায়ে বেড়ি দিয়ে হয়েছে ঘরবন্দী বাধ্য হয়ে,
রাজা-মহারাজা শ্রমিক-ভিক্ষুক মিলেই কোয়ারেন্টাইনভুক্ত,
এখানে ক্যাবিনেটে উঠেছে নানামুখী বাকবিতণ্ডার ঝড়
প্রশ্ন উঠেছে 'করোনা' জিতবে কি হারবে, কার কি মত?
শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছে একরকম, অধস্তনরা কিছুটা ভিন্ন,
যৌক্তিক-অযৌক্তিক বাকবিতণ্ডা মোটেও কম হচ্ছে না;
প্রতিষেধকসহ পূর্ণ রোগমুক্তির ঔষুধ উদ্ভাবন হয়নি
মানুষ কি এখানে সুবিধাবঞ্চিত? না, সহায়তা পাচ্ছে তারা,
কোয়ারেন্টাইনে মন বসছে না জানি, স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে;
ভিন্ন কোন পন্থা নেই রক্ষা পাবার জন্যে, স্টে হোমই চাবিকাঠি;
বিধি-নিষেধ রক্ষা, এটি হোক সবার প্রাত্যহিক কর্তব্য ও চর্চা।
ঐদিকে কফিনবন্দী হচ্ছে কত শত লাশ নিত্য নৈমিত্তিকভাবে।
কোথাও গণকবরে লাশ থরে থরে সমাহিত করা হয়েছে সত্য,
অসঙ্কুলান অবস্থা সে এক নির্মম বাস্তবতা, এক করুণ চিত্র!
কিন্তু এতে কারো কোন দোষ নেই, এটি এক কঠিন বাস্তবতা!
কোথাও দেখা গিয়েছে শবদাহে মুখাগ্নির জন্য কেউই নেই
তাও জোড়াতালি দিয়ে সে শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয়েছে।
মানুষের ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এমন নির্দয় বিধান!
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনিয়মমত কর্ম সম্পন্ন করতেই হয়।
এখানে জবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে সকল অঙ্গরাজ্য, ছবির মত,
জনাকীর্ণ, প্রাণোচ্ছল আমেরিকার শহরগুলো আজ স্থবির-নিথর!
রাজ্যরা ঠিক সন্তানহীনা মায়ের মত অঝোরে ঝরছে নিয়ত।
'করোনাভাইরাস' খুবই ভয়ঙ্কর, হিংস্র জল্লাদ, এটি অদম্য শত্রু!
করজোরে কৃপা চাই বিশ্বপতির কাছে, যে একমাত্র ভরসাস্থল;
হে বিশ্বের অধিপতি, তুমি আমাদের পাপ মার্জনা কর প্রভু
আর কখনো ব্যভিচার, ধর্ষণ করব না, চুরি করব না অর্থ-দ্রব্য;
খাদ্যসামগ্রী আর কুক্ষিগত করব না, আমি এই তওবা করি।
ওগো দয়াল অনন্ত-অসীম তুমি, বিমুখ হয়ো না এই ক্রান্তিলগ্নে,
হে কৃপাসিন্ধু, আমি সবার পক্ষে তোমাতে আত্মসমর্পণ করি,
আশা ও বিশ্বাস করি প্রভু, তুমি গ্রাহ্য করবে আমার প্রার্থনা।
হে দয়াল বিশ্ববর, তুমি আমার সকল ফরিয়াদ শ্রবণ করো প্রভু।
তথাস্তু, আমিন, আমেন, তাই হোক ॥

সরকারী প্রণোদনার উপকারভোগী কারা

- এলড্রিক বিশ্বাস

দীর্ঘ ৪০/৫০ দিন সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ বাসায় অবস্থান করে হাঁপিয়ে উঠেছে। এই লকডাউনের সময় কর্মহীন হয়ে কতদিন থাকা যায় ? প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কাজের ধারা আছে। যে কাজের জন্য কাজ পাগল মানুষগুলো নিবেদিত ছিল তারা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী এবং বিভিন্ন সংগঠন ও দয়াশীল মানুষের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম আমরা পত্রপত্রিকায় ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। সকলে কি ত্রাণ পাচ্ছে। গরীব, অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষেরা ত্রাণের জন্য লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিচ্ছে। কেহ পাচ্ছেনা, কেউ দু' বার নিচ্ছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থানে যারা সচ্ছল ব্যক্তি, ধনী ব্যক্তি তারা তাদের ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা উত্তোলন করে এই সংকটময় মুহূর্তে আরামে আয়েশে জীবন যাপন করছে। সংকট কাটলেই ধনী বা বিত্তশালীরা স্ব স্ব পেশায় অবতীর্ণ হবে অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় প্রফেশনালিজম প্রয়োগ করবে। একটি শ্রেণী যারা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের মহা সমস্যা। তারা গড়পরতা সাধারণ জনগণের মত প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বা ত্রাণের জন্য হাত পাততে পারছেন না। তাদের প্রেস্টিজ ইস্যু ভয়ংকর। পাছে লোকে কিছু বলে এই দৃশ্যময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত সমাজ স্থবির।

করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ও পরবর্তীতে মহামারী আকারে রূপ নেয়ার যে সতর্কতা বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত হচ্ছে তা নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। কয়েকদিন আগে ঘোষণা হয়েছে সীমিত আকারে শপিং মল খুলে দেয়া হবে যা কার্যকরী হয়েছে ১০ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। সরকার কর্তৃক গত ২৬ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ঘোষণার পর থেকে মানুষ নিজ নিজ বাসায় এবং পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন। সাধারণ মানুষের পরিবারে টানপোড়ন আছে, কিন্তু কি করার আছে।

ফেইসবুকের কল্যাণে বেশ কয়েকটি লেখা পড়েছি, যেমন বাংলাদেশের এমপি, মন্ত্রী যারা তারা বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী, তারা আবার বিভিন্ন গার্মেন্টস্ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী, বাসের মালিক, তারা পায় প্রণোদনা। স্বার্থ রক্ষা কাদের হচ্ছে। এখন যদি শপিং মল খুলে দেয়া হয়, দূরপাল্লার বাস, লঞ্চ চলাচল করে শ্রমজীবিরা সম্পৃক্ত হবে আর লাভবান হবে মালিক পক্ষ। আরো একটি বিস্ফোরণ অপেক্ষা করছে আর তা হল আসন্ন পবিত্র ঈদ উল ফিতরে গার্মেন্টস্ শ্রমজীবিদের বেতন ও বোনাস নিয়ে গার্মেন্টস্ মালিকদের টালবাহনা নামক নাটক। বিগত ৪০ বৎসর ধরে গার্মেন্টস্ কারখানার মালিকরা কি এতোদিন হা-ভাতে জীবন যাপন করেছেন যে তাদের কোন সেভিংস নেই। খোঁজ খবর নিলে জানা যাবে মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ী বাড়ী (একটি নয় কয়েকটি), ব্যবসায়িক স্বার্থে বাগানবাড়ীসহ শান শওকতেই তারা জীবন পার করেছেন, সন্তানদের এদেশে নয়, বিদেশে লেখাপড়া করিয়েছেন। আর এখন গার্মেন্টস্ এর শ্রমজীবিদের জন্য গার্মেন্টস্ মালিকদের হাতে টাকা নেই, তাদের প্রণোদনা দিতে হবে। করোনা ভাইরাস ও লকডাউন নিয়ে আরো কত কিছু হবে তা সময়কালে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া মারফত জানতে পারবো। আর একটি লেখা পড়েছি ফেইসবুকে, তা হল আমেরিকা, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশে চীন থেকে ছড়ানো (এটা অনেক দেশের কথা) করোনা ভাইরাস ছিল ১ নম্বরটা, আর বাংলাদেশে যেহেতু সবসময় চীন ২ নম্বর মাল পাঠিয়েছে ব্যবসার জন্য তাই করোনাটিও এদেশে এসেছে ২ নম্বরটি। এজন্য বাংলাদেশে আসা করোনার শক্তি কম। এই সন্ধিক্ষণে কথাটা যেন সত্যি হয়।

বাংলাদেশে সকল ধর্মেরই মানুষের বসবাস। পাহাড়ী, বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের প্রার্থনায় আমরা এখনও করোনায় মৃত্যুহারে ও রোগ আক্রান্তে অনেক কম পর্যায়ে আছি। এটা সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনারই ফল। আমাদের দেশে প্রচুর প্রার্থনাশীল লোক আছে, হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রতি দয়াশীল আছেন। গার্মেন্টস্ খুলে দেয়ার পর শোনা যাচ্ছে সুপার মার্কেট খোলার সিদ্ধান্ত, তারপর পরিবহন সেক্টর। সরকারী ও বেসরকারী অফিস, দেশের আদালত সব পর্যায়ক্রমে খুলে দেয়া হলে কি হবে যদি করোনার সংক্রামক রোধ না হয়। সামনে আছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর, বয়স্করা পরিস্থিতি বুঝে আনন্দ না করলেও যুবা, কিশোর কিশোরী, শিশুদের বাধভাঙ্গা আনন্দ কি থাকবে না, অবশ্যই থাকবে।

খ্রিস্টান সমাজসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমাজে উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও সমাজের নেতারা এখন লকডাউনের দোহাই দিয়ে নিজ ঘরে নিজের রুমে একান্তভাবে আছেন। জনসন্মুখে অ তা হোক সামাজিক মিডিয়া ফেইসবুকে বা সংবাদ মাধ্যমে তাদের ফেইস অনেকে দেখছেনা। এসব নেতারা আত্মগোপনে থেকে হয়তো শক্তি সঞ্চয় করছেন করোনার পরে স্ব ক্ষমতা, স্ব শক্তি ও প্রতিপত্তির জোরে আবির্ভূত হবেন। সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা আবার ভোগ করবেন এসব নেতা ও স্বচ্ছলব্যক্তিরা।

এখনও সময় আছে আমাদের চিন্তাভাবনা করে এগুতে হবে। সমস্ত জেলায়, তারপর উপজেলায়, শহর, বিভাগীয় শহর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আগামী ৭ দিনের মধ্যে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এগুতে হবে। ব্যবস্থাটা করবে দায়িত্বে থাকা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ বিভাগ ও সংশ্লিষ্টরা। এতে যদি করোনা সংক্রামণ থেকে বাঁচার কোন উপায় বের হয়। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবেনা। আগামী ৩/৬ মাসের জন্য এইরূপ পরিকল্পনা দরকার যেন আমরা করোনাকে দেখাতে পারি করোনা ঠেকাতে আমরাও কম নই, ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলা যুদ্ধে যে ভাবে পাকিস্তানী সৈন্যদের হত্যা ও অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা করেছিল সেই বীর বাঙ্গালী করোনার অগ্রসরকেও থামাতে পারে। আমরা সচল বাংলাদেশ দেখতে চাই, সুস্থ জীবন চাই, চাই বেঁচে থাকার নিশ্চিত গ্যারান্টি।

প্রত্যাশা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

মাননীয় ফাদার। গির্জা থেকে সাদা আলখেল্লায় বেরিয়ে এলেন অতি সন্তর্পণে। শব্দ নেই পায়ে। যেন তার সমস্ত দেহে, সত্তায় ও অস্তিত্বে স্নেহের মোলায়েম পরশ।

মাটির জন্য, মানুষের জন্য তার ভালোবাসা কতো! কতোগুলো যুবক জটলা পাকিয়ে সিঁড়ির কাছে, গোলমাল করছে। এই পথে ফাদার বেরিয়ে আসবেন, তারা তা জানে। তাদের মুখে অনর্গল বিগলিত অপুষ্ট শব্দাবলী। হাতের আঙ্গুলে নানাবিধ কলাকৌশল।

তারপর ফাদার বেরিয়ে এলেন।

- তোমাদের কেউ কি পাপস্বীকারে আসবে এ সময়? এখনও অনেক সময়।

পরে পবিত্র ঘণ্টা। ভক্তেরা পায়ে পায়ে ধূলি ঝেড়ে গির্জায় প্রবেশ করবে। বেদীর উপর জ্বলে উঠবে মোমের শিখা। একটানা ঘণ্টা। উচ্চস্বরে স্তুতিবাদ। নারী পুরুষের মিশ্রিত কণ্ঠ।

সামনাসামনি এসে দাঁড়ায় যুবকেরা। ফাদার এগিয়ে আসেন। মনে হয় তার কাছে অতি পরিচিত এরা।

ফাদারের কপালে ঘাম জমে ওঠে। রুমালটা পকেটে আছে কি নেই, তা জানার প্রয়োজনবোধ করছেন না আপাতত। তো, ওরা কী চায় এমন করে?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরিমিত হাসেন ফাদার।

-কিছুক্ষণ পরই পবিত্রঘণ্টা। এই বেলায় তোমরা হে যুবকেরা, বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে ঢুকে পড়। এই একটু বাদেই আমি আসছি-ব'লে পা বাড়ান তিনি। আর হঠাৎ করেই তার সামনে অনেকগুলো মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছড়িয়ে পড়লো। তার চোখে মুখে বিস্ময়।

-কী চাই? এমন ক'রে কী চাই!

-আমরা জাহান্নামের খ্রিস্টকে চাই।

-ভদ্রভাষায় কথা বল, হে যুবকগণ!

-হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তাঁকেই চাই। এবং এই মুহূর্তে।

-তার আগে জানতে চাই তোমরা কে হে?

-আমরা? আমরা, তোমার যম!

ওদিক থেকে একজন বলে উঠলো, আমরা যুদাসের চামচা।

-ছি! ছি! এত নীচ তোমরা? আমাকে অবাক করলে!

এই পবিত্র মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কী সব অশ্রাব্য কথাবার্তা! শোন যুবকগণ। আমি নিরিবিলি কথা বলতে চাই তোমাদের সঙ্গে। তোমরা এসো আমার ঘরে। কিন্তু এখন এই গির্জার প্রাঙ্গণে নয়।

একজন যুবক বলে উঠলো, আমরা সত্যবান খ্রিস্টকে চাই। নইলে তোমার রক্ষা নাই।

-কী মুশকিল! আমি তো বললাম, কথা হোক। আমি তোমাদের সমস্যার কথা শুনবো। খ্রিস্টের সঠিক পথের সন্ধান দেবো।

আরেকজন যুবক বলল, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে! ভণ্ড ফাদার! তোমার ওই যিশুর চৌদ্দগোষ্ঠির কাউকে কখনও কি তুমি দেখেছো? ও তোমার রুটি আর পানপাত্রের দ্রাক্ষারসে নেই। আমরা অনেক দেখেছি। কী আছে ওই বেদীতে? তাজা ফুল। মোমের শিখা আর সুগন্ধি ধূপ? সবই হাওয়া!

'হাঃ হাঃ হাঃ সবই হাওয়া' ব'লে সবাই চিৎকার ক'রে ওঠে।

ফাদার বললেন, ওটা তো সাধারণ এক বেদী মাত্র! তার আগে তোমরা নিজেদের হৃদয়বেদীর খোঁজ কর। তার কী অবস্থা? আমি জানি, তোমরা বিপথগামী। নেশা করেছো। এই গির্জার চত্বরে প্রায়ই তোমরা হট্টগোল বাধাও। অন্যদের সাথে সমুচিত ব্যবহার তোমরা করো না। আমি বলছি, তোমরা মিথ্যা মোহের পিছনে ছুটে চলেছ। ফিরে এসো হে যুবকগণ!

ফাদার ঠিক এতটুকু কল্পনা করেননি যে, এত দ্রুত এ ঘটনা ঘটে যাবে। কেউ তাকে ঘিরে ধরল। কেউ হাত টেনে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেললো। একজন বলে উঠলো, আমরা তোমাকে দিয়ে ওই জীবন্ত ক্রুশের পথ করাবো, মিস্টার ফাদার!

ফাদার বললেন, তবে ঠিক আছে। তোমরা আমাকে নিয়ে চলো, কোথায় কোন কালভেরিতে যেতে চাও। আমি সেখানেই যাবো। তোমরা আমার মাথায় কাঁটার মুকুট দাও। আমার দু'গালে থুথু আর চড় থাপ্পড় মারো। কাঁধে ভারী ক্রুশ চাপিয়ে দাও। হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে গেলে, বর্শার বাঁট দিয়ে আঘাত ক'রে, কোমরে বাঁধা রশি সজোরে মাটি থেকে আমাকে টেনে তুলো। কালভেরির পথে যন্ত্রণার দুর্গম অসহনীয় সিঁড়ি ভেঙ্গে গলগাথা নামক সেই দুঃসহ জীবনে আমি উঠে যেতে চাই গৌরবময় ক্রুশ নিয়ে। যুবকগণ, তোমরা জানো না, তোমাদের জন্যে আমার হৃদয় কত ক্ষত বিক্ষত! তোমরা আজ কত নীচে নেমে গেছ! তোমাদের পিতামাতা তারা আজ নীরব! কারণ তাদের করণীয় বিশেষ আর কিছুই নেই! কারণ তোমরা তাদের নাগালের বাইরে। আমি প্রায়শ্চিত্তকালে তোমাদের জন্যে কত যে প্রার্থনা করেছি। তোমরা ফিরে এসো। ফিরে এসো! খ্রিস্টের সন্ধান তোমরা অবশ্যই পাবে।

একজন যুবক ফাদারের মুখ চেপে ধরলো। ওদিকে ঘণ্টা বাজছে। যুবকেরা একত্রিত হল। তারা ফাদারকে টেনে হিঁচড়ে তাদের নিজেদের কাঁধে উঠালো। তারপর একযোগে পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

পবিত্র ঘণ্টা। খ্রিস্টভক্তেরা সারি সারি এগিয়ে আসছে। নারী। পুরুষ। শিশু। বৃদ্ধ এত সন্ধ্যায় এমন ভক্তের সমাগম সচারাচর হয় না। আজ বেশি। সবাই তারা সারি বেঁধে দাঁড়ালো। যুবকেরা ফাদারের লাশটি গির্জার সামনে এনে সিঁড়ির উপর রাখলো। তারপর তারা কয়েক ধাপ উপরে উঠে গেল। সবাই একসাথে সমস্বরে আবৃতি শুরু করলো,

আমরা যুদাসের বংশের পাপের সন্তান।

বিশ্বাসঘাতক হিশেবে চিহ্নিত আমরা।

আমরা খ্রিস্টকে খুঁজছি। তাঁকে আবার ক্রুশে দিতে চাই

আমরা সত্যবান খ্রিস্টকেই চাই।

কোন পাদ্রী, কোন ফাদার চাই না।

আমরা খ্রিস্টের তাজা রক্ত দিয়ে

ব্লাডব্যাংক করবো। আর মুমূর্ষুদের জীর্ণ দেহে মৃতদের নিথর দেহে তাঁর রক্ত চালান দেবো।

সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। কয়েকজন চিৎকার করে বলল, তবে এ কার লাশ?

যুবকেরা উত্তর দিলো, এ পিতরের লাশ। এ ব্যক্তি খ্রিস্টকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনবার তাঁকে অস্বীকার করেছে!

ভক্তদের সকলেই দেখল, রক্তাক্ত অবস্থায় ফাদারের লাশ নিয়ে যুবকেরা আবার টানাটানি শুরু করেছে। এই অবস্থায় আবার ঘণ্টা বাজছে।

ফাদারকে খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছে। সত্যই আজ পবিত্রঘণ্টা হবে। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সকল খ্রিস্টভক্ত এক কাতারে গির্জায় সমবেত হবেন। তাদের কণ্ঠে স্তোত্রগীতি উচ্চারিত হবে।

কিন্তু তার আগে? তার আগে কি গির্জার সামনে একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গোলমাল করবে না? তাদের মুখে মাদকের প্রকট বিশ্রী গন্ধ। উচ্চারিত অশ্রাব্য প্রলাপ। নেশায় ঢুলু ঢুলু। হাতে মোবাইল ফোন। পকেটে দামি ব্র্যাণ্ডের বিদেশী সিগারেট। কী যে দিনকাল পড়েছে? এদের মা-বাবারাই বা কী করে? এদের অনেকেই হিরোইনের মতো বিষাক্ত মারণ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে।

পায়ে পায়ে গির্জার ভিতরে প্রবেশ করেন ফাদার। এখন পাপস্বীকারের সময়। তিনি তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসেন।

গতরাতে দেখা দুঃস্বপ্নটির কথাই বার বার মনে পড়ছে। কয়েকজন ভক্ত পাপস্বীকার ক'রে যাবার পর হঠাৎ বাইরে চাপা গুঞ্জন!

চমকে ওঠেন ফাদার। তবে কি ওরা এসে পড়েছে? সত্যই তাই?

সঙ্গত বিস্ময়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ফাদার। সবিস্ময়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসেন।

-কী চাও তোমরা?

-আমরা আপনাকেই চাই ফাদার।

ঠিক স্বপ্নে দেখা ফাদারের সেই যুবকেরা এসে দাঁড়ায় তার মুখোমুখি।

-আমাকে? মানে, তোমরা এ মুহূর্তে কি আমাকেই চাচ্ছ?

-হ্যাঁ ফাদার। আপনাকেই চাইছি আমরা এখন।

আর একজন বলল, আমরা একজন সত্যবান খ্রিস্টকে খুঁজে পেয়েছি! পেয়েছি তার সন্ধান। তিনি ক্রুশে হত এবং পুনরুত্থিত, খ্রিস্ট।

বিস্ময়াবিভূত ফাদার না হেসে পারলেন না এবার।

-তাই নাকি? কোথায় তিনি এখন? নাজারেথে? নাকি গালীলে?

তাদের কয়েকজন একসাথে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, তিনি এখন এই আমাদের সামনে!

-আশ্চর্য!

-হ্যাঁ ফাদার! স্বয়ং আপনিই এখন আমাদের সেই খ্রিস্ট। গতরাতে আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম, আপনার উপর আক্রমণ চালাবো। আমাদের সমস্ত ক্রোধ আর জ্বালার প্রতিশোধ নেবো। কিন্তু ফাদার! আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। তাই সকলেই ছুটে এসেছি আপনার কাছে। পাপস্বীকার ক'রে ক্ষমা চাওয়ার জন্যই ছুটে এসেছি, ফাদার! আমরা নিজেদের ও সমাজের অনেক ক্ষতি করেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন ফাদার।

যুবকদের সকলেই একযোগে ফাদারের পায়ের কাছে ব'সে পড়ে। ফাদার মনে মনে ভাবেন, এও কি সম্ভব? তিনি তাদের সকলের উপর হাত রেখে বললেন, যিশু খ্রিস্টের হয়ে, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি। তোমাদের শান্তি হোক!

ঢং ঢং শব্দ তুলে ঘণ্টা বাজছে। ফাদার একা দাঁড়িয়ে আছেন গির্জার সামনে সিঁড়ির উপর। কেউ নেই। না নারী। না পুরুষ। না শিশু। না বৃদ্ধ। কোন যুবক যুবতীও নেই। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন ফাদারের অশ্রুসিক্ত শূন্যদৃষ্টি। দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। গির্জার চত্বর খা খা করছে এখন। তিনি দূরে অনেকগুলো যুবককে দেখলেন। ঠিক পরপর দু'দিন স্বপ্নে দেখা তার সেই যুবকেরা! সকলকেই তিনি চিনতে পারছেন! তাদের কেউই ফাদারের দিকে ফিরে তাকায় না।

এ সময় ফাদারের কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে,
তোমরা এসো, এসো আমার কাছে।
দ্বিতীয় দিনের মতো না হলেও
প্রথম দিন স্বপ্নে দেখা যুবকদের মতোই।
তবুও এসো। এসো তোমরা!
ফাদার তাকিয়ে দেখেন, যুবকদের কেউই সেখানে নেই! কাছাকাছি কোথাও নেই!

করোনার প্রেরণা

রবার্ট বিলিয়ম বাড়ৈ

আজ রাতে আমার ঘুম যে কড়ে নিয়েছে সে কোন মানুষ নয়, নয় কোন মানবী। একটা পাজি ডাহুক তার কর্কশ কণ্ঠে ডেকে চলছে.... তার কোন ক্লান্তি নেই, নেই কোন বিশ্রাম। অমাবস্যা রাতের নিকষ কালো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে বেসুরো পাখিটির আর্ত চিৎকার। একি আসলেই চিৎকার নাকি কাতর কোন আবেদন তা কে বলতে পারে? কখনও বা মনে হয় এ যেনো আনন্দের হর্ষধ্বনি। আনন্দ কি এতো দীর্ঘ স্থায়ী হয়? মানুষের আনন্দ তো ক্ষণিকের। তবে ডাহুক তো আর মানুষ না তাই হতেও পারে। মাঝে মাঝে প্রাণীটির উপর হিংসেও হয়, প্রাসাদ তৈরি করে মানুষ সুখী হতে পারে না আর এরা এদো পুকুরে পরম আনন্দের নিবাস রচনা করে বসে আছে। আবার রাগও হয় যখন পাখিটি মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার বেসুরো গান শুনতে আমাকে বাধ্য করে।

গোটা পৃথিবীর মানুষের কপালে আজ চিন্তার ভাঁজ অথচ এদের কোন বিকার নেই। এরা যেনো মানুষের বিপদে অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছে। তাই মানব জাতিকে উপলক্ষ্য করে আরো বেশি ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসে যাচ্ছে।

যেনো মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাচ্ছে এই তোমাদের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব; এই বুদ্ধি নিয়ে আবার তোমরা নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবি কর, যে ক্ষুদ্র একটা অনুজীবের কাছে আজ তোমরা পরাস্থ হতে যাচ্ছো।

আমি ও এই হতচ্ছাড়া, নচ্ছর, পাজি পাখিটির স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি। যতবড় মুখ না ততবর কথা। মানব জাতিকে নিয়ে মশকরা করা হচ্ছে। আমার হাতে কোন বন্দুক নেই। ছোট বেলার সেই গুলতিটাও আজ আর নেই। থাকলে তোমার ভবযন্ত্রণা (ভবের সুখ) আজ ঘুচিয়ে দিতাম।

পরক্ষণেই আবার মনে হলো, নিরিহ পাখিটির উপর আমি খামোখাই রাগ করছি। ওর কর্কশ ডাকটা যদিও সহ্য করা যায় না তবুও ওর কথা গুলোতো অমূলক না। সত্যিই তো মানুষ স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠ জীব। তার অংহকার, তার গর্বের শেষ নেই এই বুদ্ধিমত্তা নিয়ে।

মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা; ক্ষমতা; অর্থবিত্ত আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ, কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। দেশে দেশে বিস্তার করছে মানব শিকারের জাল। ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে খাদ্যের বদলে তুলে দিচ্ছে মানব নিধন অস্ত্র। সম্প্রীতির বদলে ঝড়াচ্ছে রক্ত। শৌর্যবীর্য ফলানের জন্য তৈরি হচ্ছে "ঋধঃযবৎ ড়ভ অষষ ইড়সন"; "গড়ঃযবৎ ড়ভ অষষ ইড়সন"। অন্যের দেশ শ্মশান করে দিয়ে নিজের দেশে তৈরি করছে অমরাবতী। নিজের দেশে তারা বিষ্ণুর আসন পেতে বসে আছে কিন্তু শ্মশানে তারা শিব। দেশে দেশে তারা প্রলয় তা-ব করে বেড়াচ্ছে। এই না হলে কি আর শ্রেষ্ঠ জীব!!!

কিন্তু হায় আজ কি হতে বসেছে? দেবালয় যে আজ উল্টাতে বসেছে। শত শত বছরের পুরাতন প্রবাদটি আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে,

"নগর পুড়িলে দেবালয় এড়ায় কি?" নগর তো সব সময়ই পুড়ে, এ তো নতুন কিছু নয়। নগরবাসী এ আগুন-পানি মাথায় নিয়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু দেবালয়ে তো আর সচরাচর আগুন লাগে না। তাই দেবালয়বাসী আগুন; পোড়া গন্ধ; বারুদের গন্ধ; ক্ষুধার জ্বালার সাথে পরিচিত না। কিন্তু এবার পাজি করোনা দেবালয়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে পুরো দেবালয়েই লঙ্কাকা- বাধিয়ে দিয়েছে। ঘটনার আকর্ষিকতায় দেবতারা আজ জ্যোতিহারা হয়ে পড়েছেন।

আজ নগরে আর দেবালয়ে, মানবে আর দানবে (দেবতায়) কোন প্রভেদ নেই। সবাই এক ঘাটের জল খাচ্ছে। অর্থের দম্ভ আর দারিদ্রের মলিনতা একসাথে মিশে গলাগলি খাচ্ছে। সকলেরই এক মিনতি, বাঁচার তীব্র আকুতি। করোনাকে পেছনে হটিয়ে দেবার যৌথ প্রচেষ্টা এ যেন পৃথিবীর এক বিরল ঘটনা। এ ঘটনা মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে মানুষ এক আদমের সন্তান। গরিবের প্রতি ধনীর, মানুষের প্রতি মানুষের এই যে সহানুভূতি - সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা যদি স্থায়ী হয়' তবে করোনা আমাদের জন্য শাপে বর হয়ে আসতে পারে।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার কতিপয় শিক্ষা - ২

এখন আমরা এ ভাতিকান মহাসভার আরও কিছু শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

৫. পোপের সঙ্গে বিশপগণের সংঘবদ্ধতা : কাথলিক মণ্ডলীর গোড়ার দিকে বিশপগণ মিলিতভাবে মণ্ডলীর প্রশাসনকর্ম সম্পাদন করতেন। ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে রোমের বিশপ (পোপ) ক্রমান্বয়ে একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর কথাই ছিল আইন; তিনিই ছিলেন সব দণ্ডমুণ্ডের নেতা। তখন থেকে তাঁরই আদেশ নির্দেশে মণ্ডলী পরিচালিত হতে থাকে এবং তা দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

এ মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীর পরিচালনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে এবং মণ্ডলীর বাণীপ্রচারকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে পোপের সঙ্গে বিশপগণের সংঘবদ্ধতা বা সহভাগিতাকে ("কলেজিয়ালিটি") পুনরায় চালু করে। তখন পোপ মহোদয় হয়ে ওঠেন বিশপদের মধ্যকার ঐক্যের প্রতীক।

সুতরাং, পোপের সঙ্গে বিশপদের সংঘবদ্ধতা সার্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

৬. মণ্ডলী হচ্ছে বিশ্বজনীন : দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীকে বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন (একিউমেনিক্যাল) বলে আখ্যায়িত করে, অর্থাৎ এ মণ্ডলী পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজিত। এ মণ্ডলী পোপের সঙ্গে বিশপদের সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

এ মণ্ডলীর আওতাভুক্ত হচ্ছে পোপ পরিচালিত কাথলিক মণ্ডলী, পোপের আওতাবহির্ভূত অন্যান্য মণ্ডলী, যারা প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার (প্রেরিতশিষ্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অধিকার) ও সিদ্ধ বা বৈধ খ্রিস্টপ্রসাদকে (ইউখারিস্ট) অক্ষুণ্ন রেখেছে, এবং সর্বশেষে, অন্যান্য খ্রিস্টীয় সমাজ (যাদের 'মাণ্ডলিক সমাজ' বা 'একলেজিয়াল কমিউনিটিজ' বলা হয়, যাদের সিদ্ধ বিশপত্ব ও খ্রিস্টপ্রসাদ নেই।)

এক কথায় বলা যায়, বিশ্বজনীন মণ্ডলী বলতে বুঝায় খ্রিস্টদেহের অঙ্গীভূত দলগুলো, অর্থাৎ কাথলিকগণ, প্রাচ্যের অর্থডক্সগণ, এ্যাংলিক্যানগণ, প্রটেস্টান্টগণ, এবং প্রাচ্যের অন্যান্য খ্রিস্টানগণ।

৭. বাইবেলের ওপর গুরুত্বারোপ : পূর্বে কাথলিক মণ্ডলী ভক্তসাধারণের মধ্যে বাইবেল পাঠকে তেমন গুরুত্ব দিতো না। তখন মাত্র গুটিকয়েক ভাষায় কাথলিক মণ্ডলী স্বীকৃত বাইবেল ছাপা হতো। তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় ভাষায় কাথলিক বাইবেল ছিল না বললেই চলে। এমন অবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে, কাথলিক মণ্ডলীর ভয় ছিল যে, ভক্তসাধারণ বাইবেল পড়ে ভুল অর্থ বুঝবেন এবং যাজকশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে! কিন্তু দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা অধিকতর বাইবেল পাঠ এবং ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণীয় পদ্ধতিতে বাইবেল বিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করে। এ পদ্ধতিতে গবেষণা করলে বাইবেলের লেখাগুলো অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

৮. জগতের সঙ্গে মণ্ডলীর সুসম্পর্ক স্থাপন : পূর্বে শিক্ষা দেওয়া হতো কাথলিক মণ্ডলীই কেবল ঈশ্বর প্রদত্ত মণ্ডলী এবং সর্ববিষয়ে এ মণ্ডলী ও তার শিক্ষা সত্য ও পবিত্র। অন্যদিকে এ জগত বা পৃথিবী (অর্থাৎ জাগতিক বিষয়াদি, যেমন-রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি, ইত্যাদি) ছিল অপবিত্র ও মন্দ।

এ মহাসভা এ জগত বা জাগতিক বিষয়াদিকে অধিকতর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে উৎসাহিত করে। কাথলিক মণ্ডলী ও এ জগত উভয়েই পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে, যা উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক।

৯. বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান : কাথলিক মণ্ডলী এ প্রথমবারের মত সব ব্যক্তির নিজস্ব বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী চলার জন্য এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই যে অধিকার রয়েছে, তা সমর্থন করা হয়। কাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে এর পূর্বে অকাথলিক ধর্মগুলোর অনুসারীদের বিশেষ কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। অকাথলিকগণ নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে সেসব সরকার থেকে কোন বিশেষ সুবিধা বা আর্থিক সহায়তা পেতেন না।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা আরও আহ্বান জানায়, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই যেন উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিজস্ব অধিবাসীদেরকে বিবেকের ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে।

১০. ইহুদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন : ইহুদীগণ হচ্ছেন বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অনুসারী; তারা বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লিখিত যিশুখ্রিস্টকে 'মশীহ' (ত্রাণকর্তা) বলে মানেন না। উপরন্তু, কিছু সংখ্যক ইহুদী প্যালেস্টাইনে রোমীয় শাসক পোন্তিয় পিলাতের সহায়তায় যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেন। সুতরাং, এ মহাসভার পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের কাথলিক দেশগুলোতে ইহুদীদের যিশুখ্রিস্টের হত্যাকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ ইহুদীগণ কাথলিকদের দ্বারা

অবজ্ঞাত, অপমানিত, নির্যাতিত; এমন কি, হত্যাকৃত পর্যন্ত হতেন।

কিন্তু দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা শিক্ষা দেয় যে, খ্রিস্টানদের নতুন নিয়ম (বিধান) সম্ভব হতো না যদি ইহুদীদের পুরাতন নিয়ম (বিধান) না থাকতো। এ নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মেরই ধারাবাহিকতা এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ। অতএব, যেহেতু ঈশ্বর ইহুদীদেরকে পুরাতন নিয়মটি দিয়েছিলেন এবং তাদের "মনোনীত জাতি" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, সেহেতু কাথলিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে "বড় ভাই" হিসেবে দেখা।

১১. মাণ্ডলিক আইন : দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মাণ্ডলিক আইনগুলোতে (ক্যানন্ ল') পরিবর্তন এনে আধুনিক জগতের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে নতুন আইনমালা তৈরী করার নির্দেশ দেয়। ফলে পোপ ২য় জন পল ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন মাণ্ডলিক আইনমালা প্রবর্তন করেন। এ আইনে যাজকশ্রেণী (যাজক, বিশপ, কার্ডিনাল, পোপ) ও ভক্তসাধারণের মধ্যে অধিকতর আদান প্রদান এবং সুসম্পর্ক গড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তসাধারণ এ প্রথমবারের মত মণ্ডলীর আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পেয়েছেন।

১২. অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন : এ মহাসভার পূর্বে শিক্ষা দেওয়া হতো, কাথলিক ধর্ম একমাত্র সত্য ও ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম এবং এ ধর্মের মাধ্যমেই কেবল মানুষের পরিত্রাণ লাভ ও স্বর্গে যাওয়া সম্ভব। অন্যান্য সব ধর্ম মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ।

কিন্তু দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা অন্যান্য ধর্মকেও ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেয় এবং বলে "এসব ধর্মে যা সত্য ও পবিত্র, তা কাথলিক মণ্ডলী পরিত্যাগ করে না।" অন্যান্য ধর্মের মাধ্যমেও যে মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ পেতে পারেন, তারও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে কাথলিক মণ্ডলী বলপূর্বক, বা প্রলোভন দেখিয়ে, বা কাথলিক ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে অন্যান্য ধর্মের লোকদের ধর্মান্তরিত করাকে সমর্থন করে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যদি জেনে-শুনে ও স্বেচ্ছায় কাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে চান, তখনই কেবল তাদেরকে কাথলিক মণ্ডলীতে গ্রহণ করতে হবে।

১৩. ব্রতীয় জীবনে পরিবর্তন : এ মহাসভা ব্রতধারী যাজক, ব্রাদার, ও সিস্টারদেরকে নিজেদের সংঘের মূল উদ্দেশ্য পুনঃআবিষ্কার করে আধুনিক জগতের উত্থান-পতন ও পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার আহ্বান জানায়।

এ মহাসভার পূর্বে ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ সীমিত পর্যায়ে মানব-সেবা করতেন। এ মহাসভার পর এসব সংঘের সদস্য-সদস্যাদের পোশাকের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং তারা উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপকাকারে বিভিন্ন ধরনের মানব সেবায় মনোনিবেশ করেন।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরবর্তী পোপগণ :

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা চলাকালে (১৯৬২-১৯৬৫) আমাদের পোপ ২য় জন পল এবং পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট যাজক হিসেবে এ মহাসভায় ধর্মতত্ত্ববিদ ও পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তখন পোপ ২৩শ যোহনের প্রগতিবাদী চিন্তাধারা ও শিক্ষার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং মহাসভার বিভিন্ন দলিল প্রস্তুতি কাজে অবদান রেখেছেন। পরে পোপ ২য় জন পল (১৯৭৮-২০০৫) এবং পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট (২০০৫-২০১৩) তাঁদের পোপীয় শাসনকালে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার কিছু-কিছু প্রগতিবাদী শিক্ষার বদলে রক্ষণশীল পথ ধরেন। এর ফলে মহাসভার শিক্ষাগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

পোপ ফ্রান্সিস (২০১৩-) তাঁর পোপ নির্বাচনের দিন থেকেই দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষাগুলো ব্যাপকাকারে প্রচলনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেসব শিক্ষা গত দু'পোপের সময় অবহেলিত বা নিশ্চল ছিল, তা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছেন।

পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর বলেন, "মণ্ডলীর সন্তান হিসেবে আমাদের দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পথে এগিয়ে যেতে হবে। আর এটি করতে হলে আমাদেরকে অর্থহীন ও ক্ষতিকর বিষয়াদি বাদ দিতে হবে, আর বাদ দিতে হবে মিথ্যা পার্থিব নিরাপত্তা যা মণ্ডলীর উপর জেঁকে বসে আছে এবং যা মণ্ডলীর সত্যিকার চেহারাটি নষ্ট করে দিচ্ছে।"

অধিকন্তু পোপ ফ্রান্সিস তাঁর শিক্ষায় আরোও বলছেন কাথলিকগণ যেন মঙ্গলসমাচারের শিক্ষাগুলো নিয়মিত পালন করে চলেন।

উপসংহার :

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার মূল শিক্ষা ছিল কাথলিক মণ্ডলী যেন জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে। পৃথিবী এখন বহুদূর এগিয়ে গেছে, মানুষের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বহু আবর্তন ও পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে কাথলিক মণ্ডলী বহু পিছিয়ে থাকবে।

শুধু পাপস্বীকার, খ্রিস্টযাগে যোগদান, দৈনিক জপমালা প্রার্থনা করা, ক্রুশের পথ করা, সাধু সাধ্বীদের কাছে নভেনা প্রার্থনা করা এবং ঘন-ঘন তীর্থযাত্রায় গমন কাথলিকদের একমাত্র কাজ নয়। জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও কর্মজীবনেও মঙ্গলসমাচারের শিক্ষার চর্চা এবং বাস্তবায়নও খ্রিস্টীয় জীবন-যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বর্তমানে কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হিসেবে সবার দায়িত্ব হচ্ছে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষাগুলো যথাসম্ভব জানা, বুঝা, ও নিজস্ব জীবনে পালন করা। সময় ও সুযোগ করে নিয়ে বাইবেলের মঙ্গলসমাচারটি '(মঙ্গলবার্তা)' এবং 'দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ' বই দুটি পাঠ করলে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হবে। ও

অন্যরকম হও

স্বভাবতঃই তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা হতে দাও। প্রত্যেকে তাই চায়। এটা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। আর এটাই সুখবর। তুমি অন্যরকম হয়েই আছ। তুমি অনন্য। তুমি অনেকের মধ্যে একজন। সারা বিশ্বে ঠিক তোমার মত কেউ নেই এবং হবেও না। তোমার বেড়ে ওঠা শেষ হয়নি। তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ। তুমি আরও বেশী বেশী অন্যরকম হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছ। জীবনের সব উপাদান তোমার চারপাশে আছে। বৃদ্ধিলাভের জন্য তুমি এ সমস্ত ব্যবহার করতে পার। নিজেকে আরও পরিপূর্ণ করে তোল। শ্রেষ্ঠ নিজস্বতায় মন দাও। অনন্য ব্যক্তিত্ব। আরেকজনের মত নয়। অবিকল মিল নয়। তুমি তুমিই। এটি মনে রেখো ছোটমনিরা।

তাই নিজেকে বেড়ে উঠতে দাও। যথার্থ এ মুহূর্ত তোমার জন্য একবারই, দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ নেই। ঈশ্বর যেমনটি হতে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তেমনই হয়ে ওঠ। একটাই জীবন মাত্র তোমার। সময় কম। গতকাল আর ফিরে আসবে না। আজ বেঁচে থাক। নিজেকে বেড়ে উঠতে দেওয়ার জন্য অন্যরকম হও। এখনই শুরু কর। নিজেকে কিভাবে অনন্য করবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা চিন্তা করো;

প্রার্থনা: প্রেমময় প্রভু, আমাকে তুমি অন্যরকম ক'রে সৃষ্টি করেছ। এ অনন্য সৃষ্টির জন্য তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করি। অনেকের মধ্যে আমি একজন। তোমাতেই আমার অনন্যতা নিহিত। জীবনে বেড়ে উঠতে গিয়ে আমি যেন কখনও আমার নিজস্বতা থেকে, অনন্য জীবন থেকে তোমাকে হারিয়ে না ফেলি। ক্ষণিকের এ জীবনে তোমার ছায়ায় থেকে আমি যেন প্রকৃতভাবে বেড়ে উঠি এবং তোমার সুখবর প্রচার করতে পারি। আমেন।

সূত্র : ৬০টি উপায়
নিজেকে বিকশিত হতে দাও
মূল লেখক: মার্থা ম্যাকগ্যা, সিএসজে
অনুবাদ : রবি খ্রীষ্টফার ডি'কস্তা

হৃদয়ে তব নাম

পদ্মা সরদার

তব নাম শুনি বাতাসের তরঙ্গে
গগনে গগনে ধ্বনিছে তালে তালে
তব নাম শুনি পাতায় পাতায়
মিলেছে পুষ্পে চারুলতায়।
বাজিছে তব নাম শিশুর কান্নায়
ডাকিছে বারে বার ব্যথিত হৃদয়
ক্ষুধার্তের আর্তনাদে বিরহিণী হুঙ্কারে
তব নাম শুনি বারে বারে।
বিধবা নারির অসহায়তায়
এতিম শিশুর বোবা কান্নায়
মুমূর্ষু রোগীর মলিন চোখে
তব নাম লয়েছে যন্ত্রণায়।
তব নাম জপিছে মাতৃহীনে
সুখে দুঃখে মনে প্রাণে
তব নাম লয়েছে কবরের পাশে
স্বজন হারা বিমর্ষ হৃদয়ে।
সকলে লয়েছে তব নাম হে পরমেশ্বর
দেখেছে যে জন দুঃখের ভুবনে
সুখের তুমি আশ
ব্যথায় জরায় সবার মনে তোমার বসবাস।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

লেখা আহ্বান

ছোটদের আসর, পত্র বিতান বিভাগে নিয়মিতভাবে লিখতে পারেন।
আর বাবা দিবসের বিশেষ সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি মে মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তিকে স্বাগত জানিয়েছে লেবানন

গত শুক্রবার ১৮ মে লেবাননে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি আর্চবিশপ যোসেফ স্পিতেরি জানান, লেবাননের মানুষেরা তাদের প্রতি পোপ মহোদয়ের সংহতি ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশকে অত্যন্ত আনন্দ ও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাগত

জানিয়েছে। সিস্টার বার্নাডেট রেইসের সাথে টেলিফোন কথোপকথনে আর্চবিশপ বলেন, পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পূর্বসূরীদের মতই লেবাননের সাথেই আছেন এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। ১৩ মে ভাতিকান সিটির প্রেস অফিস ঘোষণা করে যে, পুণ্যপিতা চরম সংকটে পতিত লেবাননকে ২০০,০০০ আমেরিকান ডলার দান করেন, যা ৪০০ জন যুবকদের/ছাত্রদের জন্য ছাত্রবৃত্তি হিসেবে ব্যয় হবে। পোপ মহোদয়ের ভালবাসার এ দান তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সর্বজনীন মঙ্গল, সকল দ্বন্দ্ব ও দলীয় স্বার্থ জয় করার উপায় খুঁজতে সমগ্র জাতি জড়িত হতে পারে। পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ স্পিতেরি বলেন, লেবাননের এই সংকট যন্ত্রণা ও দারিদ্রের কারণে সৃষ্ট যা বর্তমান যুবারা মোকাবেলা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ শুরু করছে। একই সাথে এই অবস্থা তাদের আশাকেও হরণ করছে।

লেবাননে যুবদের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং দেশটির শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র পূর্ব মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে অন্যতম। দূর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের কারণে এ শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সমস্যায় ভুগে। তাই লেবাননে শিক্ষার যথার্থ মান বজায় রাখা একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা তা জাতি ও যুবকদের জন্য ভবিষ্যতের এক মৌলিক বিষয়। পোপের প্রতিনিধি অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, অধিকাংশ যুবকেরাই পড়াশুনা ও জীবনের উন্নতি করতে চায়। তাই আমরা তাদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করি।

লেবাননের অধিবাসীরা সহ-অবস্থানে ও ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী। পৃথিবীর যে সকল দেশে বহুধর্মের অধিবাসীদের সহাবস্থান লেবানন তাদের মধ্যে অন্যতম। ৬.৮ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ৬০% মুসলিম, ৩২% খ্রিস্টান এবং বাকি ৮% হলো দ্রুস, ইহুদী এবং অন্যান্য বিশ্বাসীরা। পোপ মহোদয়ের অনুদানের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায় যে, পোপ তার পিতৃসুলভ দরদ দিয়ে লেবাননের সকল ধর্মের মানুষের মধ্যকার সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্বের অবস্থা দেখছেন। শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের মানুষদেরকে একসাথে থাকতে ও চলতে ভীষণভাবে সহায়তা করতে পারে। একসাথে থাকার একটি উত্তম উদাহরণ হতে পারে মানব ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক উর্ধ্বতন কমিটির উদ্যোগে ১৪ মে বিশেষ প্রার্থনা দিবস পালন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকলে এদিনে প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ারকাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে করোনাভাইরাসকে জয় করার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা যাঞ্চা করে। ইহুদী, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মনেতাদের নিয়ে এই উর্ধ্বতন কমিটি গঠিত যারা পৃথিবীতে পুনর্মিলন ও শান্তি আননয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর্চবিশপ স্পিতেরি আরো জানান, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিভিন্ন মুভমেন্ট একত্রে ঐ বিশেষ দিবসটি পালন করেছে। জনগণের সংহতি, সৃজনশীলতা ও কোমল মনোভাবের প্রশংসা করেছেন আর্চবিশপ।

করোনাভাইরাসের প্রভাব একটু কমতে থাকায় লেবাননে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা অনুধাবন করে গত বুধবার থেকে আবার লকডাউন দেওয়া হয়। আক্রান্তের দিক দিয়ে লেবানন যে খুব খারাপ অবস্থায় তা নয়, কিন্তু অর্থনীতির দিক দিয়ে বেশ নাজুক অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কল-কারখানা, হোটেল-রেস্তোরা, পর্যটন স্থানগুলো বন্ধ থাকায় অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে, অনেক পরিবারের উপার্জনের ক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় শুধুমাত্র একাত্মতাই পারে তাদেরকে সহায়তা দান করতে। কারিতাস, ধর্মপল্লীসমূহ, পুরোগিত ও সিস্টারগণের সাথে অনেক মুসলিম ও খ্রিস্টান জনকল্যাণমূলক সংঘ-সমিতিগুলো অভাবগ্রস্ত মানুষদে সাহায্য করলে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ স্পিতেরি বলেন, মণ্ডলী হিসেবে এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আশার বীজ বহন করতে চাই যাতে যুবকেরা ও পরিবারগুলো ভেঙ্গে না পড়ে। এই দুর্যোগের মধ্যেও লেবাননের অধিবাসীদের সহজাত সৃজনশীলতা ও নমনীয়তা আশা দান করে। আশা কখনো মৃত্যু বরণ করে না। আমরা আশাদানের কাজটি চালিয়ে যাব। আমি নিশ্চিত যে প্রভু আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই শুনবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিশপগণ দেশকে 'খ্রিস্টানদের সহায় মা মারীয়ার' কাছে অর্পণ করেছেন

গত বৃহস্পতিবার (১৪/০৫) অস্ট্রেলিয়ার বিশপগণ তাদের পূর্ণাঙ্গ সভা সমাপ্ত করেন। সভা শেষে বিশপগণ এই করোনা মহামারীর সময় তাদের দেশকে 'খ্রিস্টানদের সহায় মা মারীয়ার' কাছে অর্পণ করেন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'খ্রিস্টানদের সহায় মা মারীয়া' অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপালিকা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ২৪ মে এই পর্ব দিবস উদযাপন করা হয় দেশটিতে। অস্ট্রেলিয়ানদের উৎসাহ যুগাতে এক বার্তাতে বিশপগণ বলেন, মহামারীর কারণে দেশ নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোর মতো ততোটা নয়। জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে তাদের তাৎক্ষণিক ও দূরদর্শি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশপগণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। জনসাধারণও সংহতি ও সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যকর্মীরা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সেবার যে মনোভাব দেখিয়েছেন তারজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিশপগণ। বিশপগণ জোর দিয়ে বলেন যে গির্জাগুলোতে জনসাধারণের সমাবেশে উপাসনা স্থগিত করা খুব কঠিন ছিল। কেননা 'তা প্রকৃত পক্ষেই জনগণের জন্য একটি বঞ্চনা ছিল। বিশপগণ করোনাভাইরাস ও শাটডাউন নিয়ে জনগণের উদ্বেগই শুধু দেখছেন না। একইসাথে উপলব্ধি করছেন বিশ্বাসীদের একসাথে আসার আকাঙ্খা ও উপাসনা পুনরায় শুরু করার গভীর ইচ্ছাও। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্খা রয়েছে তা ও ব্যক্ত হয়েছে এ সময়টিতে। তবে অস্ট্রেলিয়াতে আক্রান্ত ও মৃত কম হওয়ায় আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে হবে না। সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য জনগণদের আহ্বান করেন বিশপপণ।

'প্রার্থনা দিবস' কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে মানুষের একতাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে

সারা পৃথিবীতে ৪.৩ মিলিয়ন মানুষ কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়েছে। ২৯৬,৬০০ জন আক্রান্ত হয়ে ইতোমধ্যে মারা গেছে। বিশেষজ্ঞরা করোনাভাইরাসের নাটকীয় পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে বলছেন মহামারীর পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ চাকুরি হারাবে। এমনিতর অবস্থায় মানবতার জন্য প্রার্থনার দিবসের উদ্যোগকে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সমর্থন দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাও। সবাই পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা একসাথে প্রার্থনা করছে যাতে বিজ্ঞানীরা আলোকিত হয়, রোগীরা সুস্থতা লাভ করে এবং মানবজাতি যেন এই মহামারী থেকে রক্ষা পায়। এই আহ্বান এসেছে ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক উর্ধ্বতন কমিটি থেকে যা গত বছর আগষ্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় পোপ মহোদয়ের সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রৈরিতিক সফরের পর। পোপ মহোদয় এই উদ্যোগের সাথে সহমত প্রকাশ করেন ৩ মে তারিখে স্বর্গের রাণী প্রার্থনার পর যখন তিনি সার্বজনীন প্রার্থনার আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, মনে রাখুন ১৪ মে, সকল বিশ্বাসী মানুষ সে যে ধর্ম বা ঐতিহ্যেরই হোক না কেন, প্রার্থনা, উপবাস ও দয়ারকাজের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করবে যাতে কওে মানবতা এই মহামারী থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই উদ্যোগটির ব্যাপকতা দান করতে কমিটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তথ্যসূত্র: news.va

ঢাকা আর্চডাইয়োসিসে ডিকন হবার পূর্বে প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান

গত ২৫ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, রোজ শনিবার ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের চারটি ধর্মপল্লীতে ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় যার যার ধর্মপল্লীতে। সাধারণত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতেই এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু করোনাভাইরাসের কারণে প্রার্থীরা নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে অবস্থায় করায় তা নিজস্ত ধর্মপল্লীতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় ধর্মপ্রদেশীয় কর্তৃপক্ষ। বিশপ ও বিশপের প্রতিনিধি স্থানীয় পাল পুরোহিতগণ এ প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

সাধু যোহন বাপ্তিস্তার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান আন্তনী লেনার্ড রোজারিও ডিকন পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। এই উপলক্ষে সকাল ৮:০০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তাকে সহযোগিতা করেন তুমিলিয়ার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ও ফাদার নয়ন গোছাল। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে তিনজন সেমিনারীয়ান, সিষ্টারগণ এবং প্রার্থীর পরিবারের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় ডিকনদের সেবা দায়িত্ব এবং মনোনয়ন সম্পর্কে সহভাগিতা করেন।

কেওয়াচালা সাধু আগস্টিনের ধর্মপল্লীতে (কোয়াজে) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিষ্টযাগের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। প্রার্থী এই ধর্মপল্লীর অর্ন্তভুক্ত শিমুলীয়া গ্রামের সন্তান বিশ্বজিৎ বার্নার্ড বর্মন। পবিত্র অনুষ্ঠানটিতে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সহ পিমে সম্প্রদায়ের ৩ জন সিস্টার এবং হোস্টেলের ২ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। শুলপুর ধর্মপল্লীর সন্তান ঝলক আন্তনী দেশাই যাজক হবার অভিলাসে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। আর ২৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নিজ ধর্মপল্লীতে পাল পুরোহিত ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তার খ্রিস্টযাগের মধ্যে ডিকন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৬:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন এসএমআরএ সম্প্রদায়ের ৫ জন সিস্টার ও তার পরিবারে চার জন আত্মীয়-স্বজন।

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর ধরেণ্ডা গ্রামের সন্তান লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও'র ডিকন পদে অভিষিক্ত হওয়ার উদ্দেশে প্রার্থী মনোনয়ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাল পুরোহিত ফাদার আলবার্ট রোজারিও। সকাল ৬টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পালপুরোহিত লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও কে ডিকন পদে অভিষিক্ত হওয়ার উদ্দেশে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করেন। উক্ত খ্রিষ্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট গমেজ, এসএমআরএ সিস্টার, প্রার্থীর মা এবং তার কয়েক জন নিকট আত্মীয়স্বজনসহ কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত।

খ্রিষ্টযাগের পরে প্রার্থীদেরকে ফুল ও মাল্যদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রার্থীরাও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ, সেমিনারীর পরিচালকমণ্ডলী এবং পালপুরোহিত, সহকারী পালপুরোহিত, সিস্টার ও আত্মীয়স্বজনদের ধন্যবাদ জানান।

বিশ্বজিত বার্ণার্ড বর্মন

ঝলক দেশাই

লেনার্ড রোজারিও

লিওন রোজারিও

করোনায় অসহায় মানুষের পাশে খুলনা সেন্ট যোসেফস্ বিসিএসএম ইউনিট

সৌরভ সাহা : বাংলাদেশ কাথলিক ছাত্র আন্দোলন (বিসিএসএম) সেন্ট যোসেফস ইউনিট, খুলনা প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনার লকডাউনে সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করার জন্য একটি অসাধারণ উদ্যোগ

নিয়েছে। লকডাউনের ফলস্বরুপ লোকেরা ঘর থেকে বের হতে পারছে না। দিনে আনা দিনে খাওয়া মানুষেরা এতে পড়েছে বিপাকে। খুলনা সেন্ট যোসেফস বিসিএসএম ইউনিট উদ্যোগ নিয়েছে এই দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর। নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু (চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, সাবান) কেনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করছে সদস্যরা। ইতোমধ্যে তিনশটি (৩০০টি) পরিবারকে এক সপ্তাহ চলার মতো খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে ও তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ সুবিধাভোগী হলো শ্রমজীবী যাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, এদের মধ্যে রয়েছে কাথলিক ম-লীর সদস্যগণ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্যান্য মণ্ডলীর সদস্যগণ এবং বেশ কিছু হিন্দু ও মুসলিম পরিবার। একটি পরিবারের এক সপ্তাহের খাদ্য সহায়তায় প্রয়োজন মাত্র ৪৯৮ টাকা। সেন্ট যোসেফস কাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও ইউনিটের উপদেষ্টা ফাদার আনন্দ মণ্ডল বলেন, "আমরা এই দুর্যোগের দিনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি দরিদ্রদের সাহায্য করতে। এই খাদ্য সহায়তা পেয়ে একটি বারের মতো হলেও হাসি ফুটেছে উক্ত পরিবারগুলোর প্রায় ১২০০ মানুষের। অর্থ সংগ্রহ ও খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। উদার ব্যক্তিদের সহায়তায় আরো অনেক দরিদ্রদের সহায়তার জন্য ইউনিট কাজ করে চলেছে।

যিশু হৃদয় সংগঠন, সোনাডাঙ্গা খুলনায় ত্রাণ বিতরণ

নিনো জর্জ বিশ্বাস □ সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের কারণে দৈনিক কাজের/স্বল্প আয়ের লোকজনের কাজকর্ম বন্ধ থাকায় তাদের জীবনধারণের জন্য সোনাডাঙ্গা যীশু হৃদয় সংগঠনের পক্ষ থেকে নিজস্ব অর্থায়নে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য বিতরণ করা হয়। খুলনার শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী

কর্তৃক উক্ত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যাদি আশীর্বাদপূর্বক উক্ত ত্রাণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৮০টি পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে। উদার বন্ধুদের সহায়তায় এ কার্যক্রম চালিয়ে নেবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

বিশ্ব শ্রমিক দিবস ও শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বপালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ: করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারনে পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জুমচাষ, শাক-সবজী বাগান ও আম, কাঁঠাল, লিচু ও আনারসের খামারের কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মফঃস্বল নির্ভর

পাহাড়ী খ্রিস্টীয় জনপথে পালকীয় কাজের পদচারণা সম্পূর্ণভাবে থেমে গেছে। নিথর, নিস্তব্ধ ও নীরব মিশন এলাকায় ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও মেয়ে বোর্ডিং এর কিশোরী ২টি মেয়ে ও তাদের দেখাশুনা কাজে নিয়োজিত দিদিমনি ছাড়া খ্রিস্টভক্তদের প্রবেশ, অংশগ্রহণ, যোগাযোগ ও যাতায়াত সীমিত ও বিচ্ছিন্ন। অবরুদ্ধ পরিবেশকে ঐশ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ শান্তির আশ্রয় মেনে নিয়ে বিশ্ব শ্রমিক দিবস ও সাধু যোসেফের পর্ব প্রেরিত দূত সাধু যোহনের গীর্জায় ক্ষুদ্র ও স্বল্প পরিসরে পালন করা হয়েছে।

"ঐশ ইচ্ছার ধারক ও বাহক" ধন্য সাধু যোসেফের সম্মানার্থে ও ভক্তি, ভালবাসা নিবেদনে আমরা পবিত্র গীর্জার বেদীতে মিলিত হয়ে ত্রি-দিবসীয় প্রার্থনা ও ১ মে শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বের খ্রিস্টযাগ উৎস্বর্গ করেছি। পর্বদিনের খ্রিস্টযাগে মহান সাধু যোসেফের প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য নিবেদন করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাহাড়ী, শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কৃষিকাজে ব্যবহারিত যন্ত্রাংশ পবিত্র জল সিঞ্চন করে আশীর্বাদ ও পবিত্র করা হয়। খ্রিস্টযাগের সময়ে সাধু ব্রাদার আন্দ্রের অরাটরী কানাডা থেকে আনা নিরাময়ের তেল কপালে দিয়ে করোনা ভাইরাস থেকে রোগমুক্তি কামনা করা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে সীমিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামান্য জলযোগ দিয়ে পর্বের সমাপ্তি হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	.....ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	.....ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ১৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 17
❖ 17 - 23 May, 2020 , ৩ - ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"কে বলে তুমি নাই
তুমি আছো মন বলে তাই।"

প্রয়াত এ্যামিলিয়া ক্রুশ
জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী।

প্রবাহমান সময়ের স্রোতে দিন, সপ্তাহ, মাস গড়িয়ে আজ একটি বছর পূর্ণ হলো **মা** তুমি আমাদের সকলকে ছেড়ে অনন্তধামে স্বর্গীয় পরমপিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা আজও ভুলিনি মা তোমায়। তোমার অভাব, শূন্যতা প্রতিনিয়তই আমরা অনুভব করতে পারছি। মায়ের মৃত্যু যে সন্তানদের এতোটা অসহায় করে দেয় তা আজ আমরা বুঝতে পারছি। তবুও বলবো তুমি বেঁচে আছ, আমাদেরই অন্তরে। কারণ মায়ের ভালোবাসা, শিক্ষা ও আদর্শের মৃত্যু নেই। তুমি আছ আমাদের প্রতিটি কর্মে, যজ্ঞে ও পথ চলার শক্তি হয়ে। তোমার স্মৃতি বেঁচে থাকবে চিরকাল আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। মা কিভাবে ভুলে থাকি তোমায়? আমাদের পরিবারের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে তোমার ত্যাগ তিতিক্ষা, ভূমিকা ও অবদান যে এক বিরাট ইতিহাস হয়ে আছে যা আমার ক্ষুদ্র লেখনিতে শেষ করা যাবেনা। তবুও আজ তোমার সম্পর্কে কিছু লিখতে প্রয়াসী হলাম।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ২৪ সেপ্টেম্বর কমলাপুর গ্রামের প্রয়াত পল ও মারীয়া রোজারিও'র কোলে তুমি জন্মেছিলে। আট ভাইবোনের মধ্যে তুমি ছিলে সবার বড়। পরিবারের বড় হিসেবে তখন থেকেই তোমার দায়িত্ব পালনের দায়টাও বেশী ছিল।

তারপর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ ২৭ ফেব্রুয়ারিতে ধরেণ্ডা গ্রামের প্রয়াত পল ও মাগ্দেলিনা ক্রুশ-এর ছেলে নিকোলাস ক্রুশ-এর সাথে তোমার বিবাহ হয়। ঐ সময় তোমার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। যে বয়সে তুমি নিজেকেই ঠিক মতো সামলাতে শিখনি সে বয়সেই তুমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলে একটি বড় পরিবারের দায়িত্ব। অতি সুনিপুন হাতে সামলিয়েছিলে দাদু-দাদী ও পাঁচজন পিসিসহ নয়জনের অভাবী সংসারটিকে। ঐ সময় আমাদের ছিল না অর্থ-বিত্ত, জায়গা-সম্পত্তি। অভাব-অনটন দুঃখ-কষ্ট, টানা-পোড়ন ও দৈন্যতা ছিল আমাদের সংসারের নিত্য দিনের সঙ্গী। তারপরও তুমি কোনভাবে ভেঙ্গে পড়নি বা সংসার সামলাতে বিচলতি হওনি। বরং তুমি শক্ত হাতে সংসারের হাল টেনে ধরেছিলে। তোমাদের দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তোমাদের শ্রম, মেধা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ভালোবাসা ও মমতায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল আমাদের আজকের এই সোনার সংসারটি।

তাই তুমি ছিলে একজন আদর্শ স্ত্রী। কারণ বিবাহের সময়ে করা প্রতিজ্ঞা তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলে। স্বামীর দুঃখে-কষ্টে, ধনে-দারিদ্রে, বিপদে-আপদে সর্বদা পাশে থেকে বিশ্বস্ততার সাথে সংসারধর্ম পালন করেছিলে। আমাদের পরিবারে আর্থিক উন্নয়নের জন্য সর্বদা বাবাকে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলে। যার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা পেয়েছি ধন-সম্পদ, পারিবারিক সুখ-আনন্দ ও সমৃদ্ধি।

তুমি ছিলে একজন আদর্শ মা। তোমার মাতৃস্নেহের কোন তুলনা হয় না। আমাদের আটজন ভাইবোনের পাশাপাশি আরো পাঁচজন পিশাতো ভাইবোনকেও তুমি মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছো। সংসারের কাজের পাশাপাশি তুমি এতগুলো সন্তানের দায়িত্ব পালনেও কোন ত্রুটি রাখনি। এ এক বিরল উদাহরণ।

তুমি ছিলে বহুগুণের অধিকারিণী। তুমি ছিলে দয়ালু, বিনয়ী, মিতব্যয়ী, নম্র, মমতাময়ী, ধৈর্যশীল, স্বল্পভাষী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী নারী। তোমার মধ্যে ছিল না কোন ঈর্ষা, লোভ, লালসা ও অহংকার। তোমার মুখে ছিল সর্বদা নির্মল ও অমলিন মধুর হাসি। তোমার সততা, সরলতা, মহানুভবতা ও ধার্মিকতা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

তোমরা ছিলে সফল দম্পত্তি। বিবাহিত জীবনের ৭৪টি বছর তোমরা একসাথে কাটিয়েছ। এত বছরের দাম্পত্য জীবনে তোমরা একে অপরের প্রতি ছিলে বিশ্বস্ত। কোন কিছুই তোমাদের বিশ্বাস, ভলবাসায় ও ভরসায় ফাটল ধরাতে পারেনি। তোমাদের এ আদর্শ আমাদের অনুকরণীয় হয়ে থাকুক।

তুমি ছিলে আমাদের পরিবারের রাজমাতাতুল্য।রাজমাতা যেমন রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব ও সুখে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করে ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের পরিবারের এবং আত্মীয়-স্বজনসহ আরও অনেকের দুঃখ-কষ্টে পাশে থেকে তাদের সাহায্য করেছো। তোমার দয়ায় ও সাহায্যে সে সময় অনেক গরীব-দুঃখী মানুষ জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। তাই তোমার মহত্ত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল, ভালোবাসা, মমতা ও অতুলনীয় অবদানের কথা বিবেচনা করে তোমাদের বিবাহিত জীবনের সত্তর বছর জুবিলী পালন অনুষ্ঠানে তোমাকে "রাজমাতা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সত্যিই মা তুমি আমাদের পরিবারের রাজ্যে একজন রাজমাতাই ছিলে।

মৃত্যুকালে তোমার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর ৮ মাস। তোমার দীর্ঘ জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং তোমার সকল অবদানের কথা আজ আমরা বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে পরমপিতার সান্নিধ্যেই আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা তোমার শিক্ষা ও আদর্শে পথ চলতে পারি। বাবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করো যেন তার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ-কষ্ট বহন করতে পারে।

"প্রভু তোমাকে অনন্ত বিশ্রাম দান করুক।"

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্বামী : নিকোলাস ক্রুশ
ছেলে ও ছেলে বৌ : প্রভাত-আগ্নেশ, অতুল-রত্না, এলিয়াস-মারীয়াষ্টেলা, পেট্রিক, রিপ্পী ও নির্মলা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : লিলি-প্রদীপ, লতিকা-সুকুমার, মল্লিকা-গাব্রিয়েল
নাতি ও নাতি বৌ : জুয়েল-পাপিয়া, অনিক-নন্দিতা, রসি-ইলা, সানি-আগ্নেশ, অংকন-রিজওয়ানা সনেট-তানিয়া, কেনেট-হেনা, রডনি ও রণ
নাতনি ও নাতনি জামাই : ডায়না-বাপ্পী, এ্যানী-যোসেফ, আবৃত্তি, ছড়া, তন্বী, তমা
পুতি ও পুতিন : অদ্রিকা, আরোশী, এবিগেল, ডাইভেন, আর্থার, থিওডোর, অর্নিল, শ্রেষ্ঠ ও সুইডেন।

ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২০/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**